শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ।

শ্রীশ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যম্

শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-সঙ্কলিতম্।

শ্রীহরিদাস দাসেন সম্পাদিতম্

২৭, আটাপাড়া, সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীতঃ
শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস ভাগবতভূষণেন
প্রকাশিতম্।

৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দঃ

প্রকাশক—
শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস
২৭, আটাপাড়া, সিঁথি,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জীর লেন
কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্রম্

শ্রীনিবাসান্বয়ায়ী যঃ শ্রীনিবাস-প্রিয়োত্তমঃ।
গৌরভক্তাগ্রণী চৈব গুরুগৌরব-মণ্ডিতঃ ॥ ১ ॥
রসিকোত্তংস-বর্ত্তিত্বান্নাম্না রসিকমোহনঃ।
সাক্ষাদ্‌বাণী-বিনোদনাদ্ বিদ্যাভূষণ-সংজ্ঞকঃ ॥ ২ ॥
শতঞ্জীবো গতগ্লানি ভূরিগ্রন্থ-প্রকাশকঃ।
গৃহেষ্বতিথিবত্তিষ্ঠন্ গ্রন্থালোচন-তৎপরঃ ॥ ৩ ॥
'শিরোমণি'-সুসঙ্গী হি বৈষ্ণবানাং শিরোমণিঃ।
মহাকৃপা-প্রবর্ষী য স্তস্মৈ নৈবেদ্যমস্ত্বিদম্ ॥ ৪ ॥

আশ্রয়স্য দীনাতিদীনস্য
শ্রীহরিদাসদাসস্য

বিজ্ঞপ্তি।

—ঃ*ঃ—

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচুরতর প্রেমপুষ্ট শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদই এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। নীলাচলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপে সমধিক শক্তি সঞ্চারণ করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন—

'ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥' [চরিতামৃত অঃ ১]

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই আদেশের ফলেই শ্রীগ্রন্থখানির সঙ্কলনের প্রচেষ্টা এবং সর্ব্বত্র শাস্ত্রপ্রমাণবলে ইহার স্বকপোল-কল্পিতত্ব নিরাকৃত হয়। 'মথুরা মাহাত্ম্য' বলিতে সমগ্র ব্রজমণ্ডলের মহিমাই বোদ্ধব্য। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীলঠাকুরমহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি এই মথুরা-মণ্ডলের পরিক্রমা করিয়াছেন। মহিমা-জ্ঞান হইলেই বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়—এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। অলৌকিক বস্তুর মহিমাটিও সর্ব্বজনবেদ্য হইতে পারে না, কাজেই ভ্রমপ্রমাদাদি-রহিত বিদ্বজ্জন বা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যই নিঃসংশয়ে অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোকের চরণ-চিহ্ন অবলম্বন করিয়াই ইতর জন চলিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ পরম পূজ্যপাদ ষড়্গোস্বামির একতম শ্রীবৃন্দাবন-রসনিমগ্ন শ্রীশ্রীরূপসনাতন-গোস্বামির উপরেই এই ভারটী সমর্পণ করিয়াছেন। এই সব প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে বিবৃত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
মথুরা আইলা, হৈলা কৌতুক অপার॥
করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্ দর্শাইলা।
সনাতন-রূপদ্বারে সব প্রকাশিলা॥
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার।
তথাপি করিলা শাস্ত্ররীত অঙ্গীকার॥
নানা শাস্ত্র প্রমাণ করিয়া সঙ্কলন।
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুই জন॥

গুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি।
ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ-রসের মাধুরী॥
প্রভু-প্রিয় শ্রীরূপ সনাতনের কৃপায়।
'মথুরা-মহিমা' এবে সর্ব্বলোকে গায়॥" [১৫১ পৃঃ]

ইহাতে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া বহু শাস্ত্রের প্রমাণবলে তাহার সমর্থন করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার লোকের বহুবিধ রুচির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীপাদ শ্রীরূপ ইহাতে বহু শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় করিয়াছেন। যে কোনও ভাবেই হউক না কেন শ্রীধামে বাস করিলে, গমন করিলে বা তাহার সংস্পর্শে আসিলেই চরমকৃতার্থতা বা ভক্তি লাভ হয়—ইহা প্রতিপাদন করাই ইঁহার মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার পাপহারিত্ব, পুণ্যপ্রদত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়-সমূহও নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপানির্দ্দেশ এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপের চয়ন—কাজেই ইহাতে আপামর সর্ব্বসাধারণের প্রিয়তা বোধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে এই গ্রন্থখানির প্রাপ্তি ও মুদ্রণ বিষয়ে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি। প্রথম গ্রন্থখানি শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে পাইয়াছি; দ্বিতীয়খানি বড়ালঘাটের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার হইতে পাইয়াছি—ইহারই পাঠান্তর-সমূহ 'খ' চিহ্নিত হইয়া পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় খানায় শ্লোকসংখ্যা অনেক কম এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া সর্ব্বত্র প্রথম খানারই পাঠ অবলম্বন করা হইয়াছে। তৃতীয় পুঁথিখানা বৃন্দাবনের, চতুর্থখানা বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির হইতে এবং পঞ্চম খানি জয়পুর শ্রীগোবিন্দজিউর গ্রন্থাগারে পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানার অনুশীলনে যদি কেহ বিন্দুমাত্রও আনন্দলাভ করেন—তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যম্

হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়ো মুক্তিং দদাতি ন তু ভক্তিম্।
বিহিত-তদুন্নতি-সত্রাং মথুরে! ধন্যাং নমামি ত্বাম্॥ ১॥
ধন্যানাং হৃদয়ানন্দপ্রদং * সংগৃহ্যতে মুদা।
মাহাত্ম্যং মথুরাপুর্য্যাঃ সর্বতীর্থ-শিরোমণেঃ॥ ২॥

তত্রাস্যাঃ পাপহারিত্বং—(আদিবারাহে)

বিংশতি র্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলং।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ (কিল্বিষৈঃ)॥৩
পদে পদে তীর্থফলং মথুরায়া বসুন্ধরে!
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে ঘোর-কিল্বিষৈঃ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ ;

গিরি-হরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'মথুরা-মাহাত্ম্যের' অনুবাদ কহে হরিদাস॥

(১) হে মথুরে! শ্রীহরিও যে ভক্তি তাঁহার ভজনপরায়ণগণকেও প্রদান না করিয়া প্রায়ই মুক্তিদান করিয়া থাকেন, তুমি কিন্তু সেই ভক্তির ক্রমোন্নতিরূপ যজ্ঞের বিধানকারিণী, অতএব তুমিই ধন্যা; তোমাকেই নমস্কার করি।

(২) ধন্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়ানন্দকর সর্বতীর্থ-শিরোমণি মথুরাপুরীর মাহাত্ম্য আমি আনন্দ-সহকারে সংগ্রহ করিতেছি।

মথুরার পাপহারিত্ব।

আদিবারাহে—(৩) আমার মথুরামণ্ডল বিশযোজন পরিমিত। মানবগণ ইহার যে কোনও স্থানে স্নান করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। (৪) হে পৃথিবি! মথুরার প্রতিপদেই তীর্থফল বিদ্যমান

*...নন্দাস্পদং।

সর্বধর্ম-বিহীনানাং পুরুষাণাং দুরাত্মনাম্।
নরকার্ত্তিহরা দেবি। মথুরা পাপঘাতিনী॥ ৫॥
কৃতঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ চৌরো ভগ্নব্রত স্তথা।
মথুরাং প্রাপ্য মনুজা মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৬॥
সূর্য্যোদয়ে তমো নশ্যেদ্ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব॥ ৭॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্ যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরা-দর্শনাৎ ক্ষণাৎ॥ ৮॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিযুক্তশ্চ গত্বা মধুপুরীং নরঃ।
ব্রহ্মহাপি বিশুদ্ধ্যেত কিং পুন স্ত্বন্যপাতকী॥ ৯॥
মথুরা-স্নানকামস্য গচ্ছতস্তু পদে পদে।
নিরাশানি ব্রজন্ত্যস্য পাপান্যেব † শরীরতঃ॥ ১০॥
আনুসঙ্গেন গচ্ছন্ হি বাণিজ্যেনাপি সেবয়া।

—মনুষ্য ইহার যে কোনও স্থানে স্নান করিলেই ঘোরপাতক হইতে মুক্ত হয়। (৫) হে দেবি! এই পাপনাশিনী মথুরা—সর্ব্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত দুরাত্ম পুরুষগণেরও নরকযাতনা বিনাশ করেন। (৬) কি কৃতঘ্ন, কি মদ্যপ, কি চৌর, কি ভগ্নব্রত—ইহারা মথুরায় গমন করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। (৭) যেমন সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার নাশ হয়, বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিচূর্ণ হয়, গরুড়ের সাক্ষাতে সর্প পলায়ন করে, বাত্যাহত মেঘ দূরে অপসারিত হয়, (৮) তত্ত্বজ্ঞান হইলে দুঃখ দূর হয় এবং সিংহ-দর্শনে অন্যান্য পশুসমূহ দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ মথুরা দর্শন করামাত্রই তৎক্ষণাৎ পাপরাশি বিনষ্ট হয়। (৯) শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে মধুপুরীতে গমন করিলে ব্রহ্মঘাতী মহাপাতকীও যদি বিশুদ্ধ হইতে পারে, অন্য পাতকীর কথা আর কি বলিতে হইবে? (১০) মথুরায় স্নান করিবার কামনা করিয়া যে ব্যক্তি গমন করে, গমন সময়ে প্রতিপদক্ষেপেই তাহার শরীরস্থ পাপসমূহ নিরাশ হইয়া অপসারিত হয়!! (১১) বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যেও যদি কেহ মথুরায় যাইয়া তথায় স্নান

† পাপান্যস্য

মথুরা-স্নানমাত্রেণ পাপং ত্যক্ত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥
নামানি গৃহ্ণতামস্যাঃ সদৈব হ্যংহসঃ ক্ষয়ঃ।
সদা কৃতযুগঞ্চাত্র সদা চৈবোত্তরায়ণম্ ॥ ১২ ॥
যঃ শৃণোতি বরারোহে! মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শশ্বৎ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৩॥
ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে!
তেষং পুনন্তি নিয়তং স্পৃষ্টা শ্চরণ-রেণবঃ ॥ ১৪ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরীসংবাদে—
কৃষ্ণক্রীড়াকরং স্থানং যমুনায়া স্তটং ভুবি *।
পুণ্যা মধুপুরী যত্র সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ১৫ ॥
যথা তৃণসমূহন্ত জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ।
তথা মহান্তি পাপানি দহতে মথুরাপুরী ॥ ১৬ ॥

স্কান্দে কাশীখণ্ডে—
হৃদ্যং মধুবনং প্রায়ো যমুনায়া স্তটে মহৎ।

করে, সেবা করে—তবেও স্নানমাত্রই সে সর্ব্বপাপ-নির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। (১২) মথুরার নাম-গ্রহণকারী জন সর্বদাই পাপমুক্ত এবং এই মথুরায় সর্বদাই সত্যযুগ ও উত্তরায়ণ বর্ত্তমান। (১৩) হে বরারোহে! যদি কেহ অন্য-কর্ত্তৃক উচ্চারিত মাথুর-মণ্ডলের নামও শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিও সতত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। (১৪) হে মুনে! যে ব্যক্তিগণ ত্রিরাত্রকালও সেই মথুরায় বাস করে—তাহাদিগের চরণ-রেণু স্পর্শ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণও নিশ্চয়ই পবিত্র হয়। (১৫) পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে হরগৌরী-সংবাদে উক্ত আছে যে পৃথিবীতে যমুনাতটবর্ত্তী স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি, সেখানে মধুপুরী অতি পবিত্রা এবং উহা সর্বপাপ-বিনাশিনী। (১৬) যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৃণরাশিকে প্রজ্বলিত করে, তদ্রূপ মথুরাপুরীও মহা মহা পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে—(১৭) যমুনাতীরে অতি মনোহর

---

* শুচিঃ বা শুচি

আদ্যং ভগবতঃ স্থানং যৎপুণ্যং হরিমেধসঃ ॥
পাপোঽপি জন্তুস্তৎ প্রাপ্য নিষ্পাপো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭॥

অথ **পুণ্যপ্রদত্বং** যথা আদিবারাহে—

যৎ পুণ্যমশ্বমেধেন যৎ পুণ্যং রাজসূয়তঃ।
মথুরায়াং তদাপ্নোতি ত্রিরাত্রশয়নাদ্ যমী ॥ ১৮ ॥

বিংশতি র্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণা ॥ ১৯ ॥

স্নানেন সর্বতীর্থানাং যৎ স্যাৎ সুকৃত-সঞ্চয়ঃ।
ততোঽধিকতরং প্রোক্তং মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে ॥ ২০ ॥

চতুর্ণামপি বেদানাং পুণ্যমধ্যয়নাচ্চ যৎ।
তৎ পুণ্যং জায়তে পুংসাং মথুরাং বদতাং সতাম্ ॥ ২১ ॥

মধুবন নামক ভগবানের ক্রীড়াস্থলটি বিদ্যমান—উহা হরিভক্তদিগের পুণ্যভূমি। পাপী জীবগণও এইস্থান লাভ করিয়া নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইতে পারে।

মথুরার পুণ্যপ্রদত্ব।

আদিবারাহে—(১৮) অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলে যে পুণ্যলাভ করা যায়, তিনরাত্রিকাল মথুরায় শয়ন করিয়াই সংযমী ব্যক্তি সেই পুণ্যফল লাভ করে। (১৯) আমার মথুরামণ্ডল বিশ যোজন পরিমিত। ইহার প্রতিপদেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে—ইহাতে বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। (২০) সকল তীর্থে স্নান করিলে যে সুকৃতিরাশির সঞ্চয় হয়, তাহা হইতেও অধিকতর ফল মথুরা মণ্ডলের সর্বত্র উক্ত হইয়াছে। (২১) চারিবেদ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, 'মথুরা' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেও সাধুদের সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

স্থোত্রব-পাপহারিত্বং যথা—আদিবারাহে—

অন্যত্র হি কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য নশ্যতি।
তীর্থে তু যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥
মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জিতম্।
সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি মথুরায়াং প্রণশ্যতি ॥ ২৩ ॥
যত্র কৃষ্ণেন সংচীর্ণং ক্রীড়িতঞ্চ যথাসুখম্।
চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে ॥ ২৪ ॥
এষা দিব্যা পুরী দেবি! নিত্যকালং সুগোপিতা।
ভক্তা ত্বং মম শিষ্যা চ কথিতা তে বসুন্ধরে !! ২৫ ॥
ন ময়া কথিতং দেবি! ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ।
রুদ্রস্য ন ময়া পূর্ব্বং কথিতঞ্চ বসুন্ধরে !!
ময়া সুগোপিতং হ্যেতদ্ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং স্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥*

মথুরায় উদ্ভূত পাপহারিত্ব।

আদিবারাহে—(২২) অন্যত্র পাপ করিলে তাহা তীর্থগমনে বিনষ্ট হয়, তীর্থে গিয়াও পাপাচার করিলে নিশ্চয়ই বজ্রলেপবৎ অচল অটল হইয়া থাকে। (২৩) কিন্তু মথুরাতীর্থে পাপ করিলে সেই পাপ মথুরাতেই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে যে সকল পাপ উদ্ভূত হয়, যে কোনও প্রকারের সুকৃতি বা দুষ্কৃতিই হউক না কেন, তাহা মথুরাতেই প্রণষ্ট হইয়া থাকে। (২৪) হে শুভে! চক্রাঙ্কিতচরণ-বিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বিচরণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া বিনোদাদি করিয়াছেন—সেই ব্রহ্মময় স্থানে (২৫) এই দিব্যপুরী সততই গোপনীয়া; হে দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমার ভক্ত ও শিষ্য—কাজেই এই তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম। (২৬) হে পৃথিবি! পূর্ব্বে আমি ইহা মহাত্মা

---

* অতঃপরং 'খ' পুস্তকেঽধিকং—

(১) বায়ুপুরাণে—মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং প্রণশ্যতি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ।

অন্যত্র দশভি র্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুজ্যতে তু যৎ।
কিল্বিষং তন্ মহাদেবি! মাথুরে দশভি র্দিনৈঃ ॥ ২৭ ॥

অথ **সর্বতীর্থাধিকত্বং** যথা আদিবারাহে—

ন বিদ্যতে হি পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমস্ত মথুরায়া হি তীর্থং মম বসুন্ধরে ॥ ২৮ ॥

তত্র ধরণী-প্রশ্নঃ—নৈমিষং পুষ্করঞ্চৈব পুরীং বারাণসীং তথা।
এতান্ হিত্বা মহাভাগ! মথুরাং কিং প্রশংসসি? ২৯

শ্রীবরাহেণোক্তং—মথুরেতি সুবিখ্যাতমস্তি ক্ষেত্রং পরং মম।
সুরম্যা চ প্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম ॥ ৩০ ॥
সর্বেষাং দেবি তীর্থানাং মাথুরং পরমং মহৎ।
কৃষ্ণেন ক্রীড়িতং যত্র তচ্চ শুদ্ধং পদে পদে ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মাকে বা রুদ্রকেও বলি নাই, যেহেতু এই পুরী গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বলিয়া আমি সর্ব্বদাই গোপনে রাখি। (২৭) হে মহাদেবি! অন্যত্র যে প্রারব্ধ পাপ ভোগ করিতে দশ বৎসর লাগে, মথুরায় তাহা দশদিনেই বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বতীর্থ হইতেও মথুরার আধিক্য।

আদিবারাহে—(২৮) হে বসুন্ধরে! আমার এই মথুরার সমান তীর্থ, পাতালে বা অন্তরীক্ষে কিম্বা মর্ত্ত্যলোকেও নাই। (২৯) ইহার শ্রবণে ধরণী প্রশ্ন করিলেন—'হে মহাভাগ! নৈমিষারণ্য, পুষ্কর এবং বারাণসী প্রভৃতি তীর্থত্যাগ করিয়া মথুরার প্রশংসা করিতেছেন কেন? (৩০) শ্রীবরাহদেব বলিলেন—'মথুরা' নামে বিখ্যাত আমার যে পরম স্থান আছে, তাহা রমণীয় এবং প্রশস্ত—উহা আমার জন্মভূমি ও প্রিয়স্থলী। (৩১) হে দেবি! সকল তীর্থ হইতে মথুরা তীর্থ পরম মহৎ। যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছেন—তাহা প্রতিপদেই বিশুদ্ধ।

---

(২) পাদ্মে (পাতাল)—বহুজন্মানি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্তয়েৎ। মথুরা-প্রভবং পাপং নশ্যতি ক্ষণমাত্রতঃ॥

চক্রাঙ্কিতং হি তৎ সর্বং কৃষ্ণস্যৈব পদেন তু।
বালক্রীড়ন-রূপাণি কৃতানি সহ গোপকৈঃ ॥ ৩২ ॥
যানি তীর্থানি তান্যেব স্থাপিতানি মহর্ষিভিঃ।
এতত্তে কথিতং সারং ময়া সত্যেন সুব্রতে ॥ ৩৩ ॥
ন তীর্থং মথুরায়া হি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ৩৪ ॥

বারাহে—শৃণু তত্ত্বেন মে ভূমি! কথ্যমানমথোঽনঘে!
মথুরেতি সুবিখ্যাতা যস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রিয়া মম ॥ ৩৫ ॥
সুরম্যা সুপ্রশস্তা চ * জন্মভূমি র্মম প্রিয়ে!
ভবিষ্যতি বরারোহে দ্বাপরে সংস্থিতে যুগে ॥ ৩৬ ॥
যযাতি-নৃপবংশেঽহমুৎপৎস্যামি বসুন্ধরে!
শতানি পঞ্চ বর্ষাণামত্র স্থাস্যামি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদ-বাক্যম্—
শৃণু ধর্মং মহাপ্রাজ্ঞ যত্ত্বং পৃচ্ছসি ধর্ম্মবিৎ (সর্ব্ববিৎ)।
গোপ্যং সপ্তপুরীণান্তু মথুরামণ্ডলং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

---

(৩২) সেই স্থানসকল শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন চক্র-দ্বারা অঙ্কিত এবং গোপ-বালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়ার নিকেতন। (৩৩) মথুরার তীর্থসমূহ মহর্ষিগণ দ্বারা সংস্থাপিত। হে সুব্রতে! এই সকল সার কথা তোমাকে সত্যই বলিলাম। (৩৪) মথুরা হইতে অন্য তীর্থ আর অধিক নাই এবং কেশব হইতেও অন্য দেবতা অধিক নাই। বরাহপুরাণে—(৩৫) হে বসুন্ধরে! অনন্তর আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) শ্রবণ কর। যে স্থানে আমার প্রেয়সী রাধা আছেন—সেই স্থানই মথুরা নামে বিখ্যাত। (৩৬) হে বরারোহে! দ্বাপর যুগে এই রম্যা ও প্রশস্তা মথুরাপুরী আমার জন্মভূমি হইবে। (৩৭) হে বসুন্ধরে! আমি যযাতিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঁচশত বৎসরকাল নিশ্চয়ই এই মথুরায় বাস করিব। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদ বলিয়াছেন—(৩৮) হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ—

---

* সুপ্রসন্না চ।

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষ-শতানি চ।
যৎ ফলং ভারতে বর্ষে তৎ ফলং মথুরাং স্মরন্ ॥ ৩৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মহামাঘ্যাং প্রয়াগে চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং দিনে দিনে ॥ ৪০ ॥
কার্ত্তিক্যাং চৈব যৎ পুণ্যং পুষ্করে তু বসুন্ধরে।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো মথুরায়াং দিনে দিনে ॥ ৪১ ॥
বারাণস্যাং তু যৎ পুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তৎ ফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥
পূর্ণে বর্ষে সহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং ক্ষণেন হি ॥ ৪৩ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

পূর্ণে বর্ষ-সহস্রে তু তীর্থরাজেষু যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং দিনে দিনে ॥ ৪৪ ॥

তাহা শ্রবণ কর। সপ্তপুরীর মধ্যে মথুরাপুরীই অতিশয় গোপনীয়। (৩৯) তেত্রিশ হাজার বৎসর ভারতবর্ষে পুণ্য কর্ম্ম করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা মথুরা-স্মরণ করিলেই লাভ করিতে পারে। আদিবারাহে —(৪০) হে দেবি! মহামাঘী-পূর্ণিমায় প্রয়াগে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, মথুরায় তাহা দিনে দিনেই মানব লাভ করিয়া থাকে। (৪১) কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করে স্নান করিলে যে ফলোদয় হয়, মানব সেই ফলই মথুরায় প্রতিদিন লাভ করিয়া থাকে। (৪২) সূর্য্যগ্রহণে বারাণসীধামে স্নান করিলে যে পুণ্যপ্রাপ্তি হয়, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মথুরায়ও তাহা লাভ করিয়া থাকে। (৪৩) হে দেবি! পূর্ণ সহস্রবর্ষ বারাণসী-ধামে বাস করিলে যে ফলোদয় হয়, ক্ষণকালমাত্র মথুরায় বাস করিলেও তাহা প্রাপ্তি করা যায়। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে উক্ত আছে—(৪৪) তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণ সহস্রবর্ষকল্প-বাস করিলে যে ফল হয়, মথুরায় সেই

গোদাবরী-দ্বাদশকো নরো যঃ
ক্ষেত্রে কুরূণাং ক্ষিতিদায়কো যঃ।
ষণ্মাসকান্ সাধয়তে গয়ায়াং
সমং ভবেন্নো দিনমেকং মাথুরে ॥ ৪৫ ॥
ন দ্বারকা কাশী কাঞ্চী ন মায়া
গদাভৃতো যস্য সমং ন তীর্থম্।
সন্তর্পিতা যদ্ যমুনা-জলেন
বাঞ্ছন্তি নো পিতরঃ পিণ্ডদানম্ ॥ ৪৬ ॥

অতএবোত্তরখণ্ডে—

মথুরায়াং প্রকুর্বন্তি পুরী-সাধারণীদৃশম্।
যে নরা স্তেঽপি বিজ্ঞেয়াঃ পাপরাশিভিরন্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম যত্র ক্রীড়তি সর্ব্বদা।
তদন্যাখিলতীর্থেভ্যোঽধিকং যত্তৎ কিমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

নির্ব্বাণখণ্ডে চ—তাং পুরীং প্রাপ্য মথুরাং মদীয়াং সুরদুর্ল্লভাং।
খঞ্জো ভূত্বাঽন্ধকো বাপি প্রাণানেব পরিত্যজেৎ ॥ ৪৯ ॥

ফল প্রতিদিনেই লভ্য। (৪৫) যদি কেহ গোদাবরীর তীরে দ্বাদশ মাস সাধন করে, কুরুক্ষেত্রে গিয়া ভূমিদান করে এবং গয়াধামে গিয়া ছয়মাস সাধনা করে—তথাপি মথুরার একদিনের তুল্য হয় না। (৪৬) দ্বারকা, কাঞ্চী, মায়া এবং গয়া—ইহাঁরা কেহই মথুরার সমান নহে। এ স্থানে যমুনাজল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে তাঁহারা আবার পিণ্ডদানের বাঞ্ছাও করেন না। অতএব উৎকল-খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—(৪৭) যে মানবগণ মথুরাতে সাধারণ পুরীবৎ ধারণা করে, তাহাদিগকে পাপিষ্ঠই বলিয়া জানিবে। (৪৮) যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ নামক পরব্রহ্ম নিরন্তর ক্রীড়া করেন, সেই স্থান যে অন্য নিখিল তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহাও কি বলিতে হইবে? নির্ব্বাণখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—(৪৯) 'আমার সেই দেবদুর্ল্লভ মথুরাপুরী প্রাপ্ত হইয়া খঞ্জ বা অন্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগই করিবে [অর্থাৎ অন্যত্র গমনাশা পরিত্যাগ করতঃ তত্রত্য দৃষ্ট দোষসমূহ না দেখিয়া

পাতালখণ্ডে—ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাপি মাথুরে জন্ম জায়তে॥ ৫০ ॥

অসংখ্যতীর্থাশ্রয়ত্বং যথা আদিবারাহে—
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটি-শতানি চ।
তীর্থসংখ্যা তু বসুধে! মথুরায়াং ময়োদিতা॥ ৫১ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—ভূমে রজাংসি গণনা কালেনাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বর্ত্ততে॥ ৫২ ॥

অথ **নিবাসোপদেশঃ**—পাদ্মে পাতালখণ্ডে—
কুরু ভোঃ কুরু ভো বাসং মথুরায়াঃ পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দ স্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ *॥ ৫৩ ॥
রে রে সংসার-মগ্নাস্ত! শিক্ষামেকান্ত মে শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥ ৫৪ ॥

আমরণ বাস করিবে।] (৫০) যে ব্যক্তি কখনও মথুরা দর্শন করে নাই, অথচ উহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছে—সে লোক যে কোনও স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেও মরণান্তে মথুরাতেই জন্মলাভ করিবে।

মথুরা অসংখ্য তীর্থের আশ্রয়।

আদিবারাহে—(৫১) হে বসুধে! আমি সেই মথুরাপুরীতে ষাট কোটি সহস্র ও ষাট কোটি শত তীর্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৫২) হে রাজন্! কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিরাশিও বরং গণনা করা যায়, কিন্তু মথুরায় যে সব তীর্থ বিরাজ করিতেছে—তাহাদের সংখ্যা করা কোনও রূপেই সম্ভবপর নহে।

মথুরাবাসের উপদেশ।

পাদ্মে পাতাল-খণ্ডে—(৫৩) হে মানব! বারংবার বলিতেছি যে মথুরায় বাস কর। দেখ, সেই স্থানে ত্রৈলোক্য-প্রকাশক গোবিন্দ ও গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন। (৫৪) রে রে সংসারমগ্ন বিষয়াসক্ত

---

* ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ।

যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বহিত্রং মাথুরং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে পার-কারকঃ ॥ ৫৫ ॥
অহো লোকো মহানন্ধো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংস্থতিং ভজতে সদা ॥ ৫৬ ॥
মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধ্বা ভাগ্যস্য যোগতঃ।
বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্ট্বা মথুরাং পুরীং ॥ ৫৭ ॥
অহো মতেঃ সুদৌর্ব্বল্য মহো ভাগ্যস্য দৌর্বিধম্।
অহো মোহস্য মহিমা মথুরা নৈব সেব্যতে ॥ ৫৮ ॥
সাপদং সম্পদং জ্ঞাত্বা সাপায়ং কায়মুচ্চকৈঃ।
চপলাং চঞ্চলাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা মৎপুরমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—তত্রৈব ভবতাং বন্ধুঃ পাণ্ডবানাং সুহৃৎ সখা।
সাত্বতানাং প্রিয়ঃ সাক্ষাৎ যাদবানাং কুলেশ্বরঃ ॥ ৬০ ॥

জীব! আমি একটি অমূল্য উপদেশ দিতেছি—শ্রবণ কর। যদি প্রগাঢ় সুখ পাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মধুপুরীতে বাস কর। (৫৫) হে শিবে! যদি সংসার-সাগরের পর পারে যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই মথুরাপুরীকে বহিত্র (ভেলা) করিয়া লও। মথুরাই নৌকা আর প্রেরক হইতেছেন পারের কর্ত্তা—শ্রীকৃষ্ণ। (৫৬) হায় রে! এই লোকগণ চক্ষু থাকিতেও মহান্ধ হইয়াছে!! তাহা না হইলে ইহার মথুরা বিদ্যমান থাকিতেও কেন সর্বদা সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যু ভোগ করিতেছে? (৫৭) হায়! যাহারা ভাগ্যক্রমে অতুলনীয় মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মথুরাপুরী দেখিল না, তাহাদের আয়ু বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে! (৫৮) অহো! তাহারা যে মথুরার সেবা করে না, ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের বুদ্ধির দৌর্ব্বল্য, দুর্ভাগ্য কিম্বা মোহেরই মহিমা বলিতে হয়। (৫৯) সম্পদকে আপদযুক্ত, শরীরকে অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল এবং চপলা (লক্ষ্মীকে)ও চঞ্চলা মনে করিয়া মনুষ্যমাত্রই আমার পুরীর আশ্রয় করুক। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৬০) সেইস্থলেই পাণ্ডব আপনাদের বন্ধু, সুহৃৎ ও সখা, সাত্বতগণের প্রিয় এবং যাদবগণের কুলপতি সাক্ষাৎরূপে বিরাজ করিতেছেন। (৬১)

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ সোঽবতীর্ণো যুধিষ্ঠির !
রামেণ সহ দেবক্যাং বসুদেব-গৃহোত্তমে ॥ ৬১ ॥
তস্য কর্ম্মাণ্যনেকানি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
জাতানি মাথুরে দেশে তাং পুরীং কো ন সেবতে ॥ ৬২ ॥

অতএবাদিবারাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিং।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥ ৬৩ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোঽন্যত্র কুরুতে স্পৃহাম্।

অথাগতি-গতিত্বম্—আদিবারাহে—

দুর্ব্বুদ্ধে স্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং ক্বাপি গতি র্ন্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৬৫ ॥
পাপরাশিভি রাক্রান্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতি র্ন্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৬৬ ॥

হে যুধিষ্ঠির! সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি বলদেবের সহিত সেই মথুরাতে বসুদেব-গৃহে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (৬২) পণ্ডিতগণ যে মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের গান করিয়া থাকেন—সেই পুরীকে কোন্ ব্যক্তিই না সেবা করে? অতএব আদি-বারাহে—(৬৩) যে মথুরা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অনুরাগ প্রকাশ করে, সেই মূঢ়লোক আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিরবধি সংসারেই ভ্রমণ করিতে থাকে। (৬৪) স্কান্দে মথুরা-খণ্ডে—যে মথুরা প্রাপ্ত হইয়াও অন্যত্র স্পৃহাশীল হয়, সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির আবার জ্ঞান কোথায়? সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত।

মথুরা অগতির গতি।

আদিবারাহে—(৬৫) যাহারা মাতা, পিতা ও স্ববন্ধুগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং যাহাদিগের অন্যত্র কোথায়ও গতি নাই—তাহাদের একমাত্র মথুরাপুরীই গতি। (৬৬) যাহারা অশেষপাপে পরিপূর্ণ, যাহারা দারিদ্র্যে

যে চ যোগ-পরিভ্রষ্টা যে তপোদান-বর্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতি র্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৬৭ ॥
শ্রুতিস্মৃতি-বিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতি র্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৬৮ ॥
সারাৎসারতরং স্থানং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
গতিমন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ ॥ ৬৯ ॥
পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভি রহর্নিশম্।
যেষাং ক্বাপি গতি র্নাস্তি তেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৭০ ॥

অথ **নিত্যহরি-সন্নিধানত্বং**—আদিবারাহে—

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নাপি বর্ত্ততে।
যস্মাদ্ বসাম্যহং দেবি! মথুরায়াস্তু সর্বদা ॥ ৭১ ॥
অহোতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
সর্বেষাং যত্র পাপানাং প্রবেশো ন হি বিদ্যতে ॥ ৭২ ॥

অভিভূত এবং যাহাদের কোন গতিই নাই—তাহাদিগের মথুরাপুরীই গতি। (৬৭) যাহারা যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট, যাহারা তপ, দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান-রহিত এবং যাহাদের কুত্রাপি গতি নাই—মথুরাই তাহাদের গতি। (৬৮) যাহারা শ্রুতি বা স্মৃতি কিছুই অধ্যয়ন করে নাই, যাহাদের শৌচাচারও নাই এবং যাহাদের কোনই গতি নাই—তাহাদের মথুরাই গতি। (৬৯) সারাৎসার স্থান, গুহ্য হইতে গুহ্যতর স্থান এবং সর্ব্বোত্তম গতির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত জনগণের মথুরাই পরম গতি। (৭০) যাহারা, দিবা-নিশি পদে পদে বিপন্ন হইতেছে, এবং যাহাদের কোনই গতি নাই, এই মথুরাপুরীই তাহাদের একমাত্র গতি॥

মথুরায় নিত্য হরি-সন্নিধানত্ব।

আদিবারাহে—(৭১) হে দেবি! আমি এই মথুরাপুরীতে নিরন্তর বাস করি বলিয়া মথুরা হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই। (৭২) অহো! এই মথুরাই ধন্যা; কেন না এইস্থলে শ্রীহরি সতত সন্নিহিত রহিয়াছেন ও তথায় কোন প্রকার পাপই প্রবেশ করিতে পারে না।

পাদ্মে পাতাল খণ্ডে—অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।
তত্র দেব-মুনিঃ সর্বো বাসমিচ্ছতি সর্বদা ॥ ৭৩ ॥

শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—
অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং
অহো অলং শ্লাঘ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ প্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ৭৪ ॥

চতুর্থস্কন্ধে—তত্তাত! গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায় স্তটং শুচিং।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীদশমে—রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদব-ভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেংশে—
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলং।
শত্রুঘ্নো মথুরাং নাম পুরীং তত্র চকার বৈ ॥ ৭৭ ॥
যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিং স্তপ স্তীর্থে চকার সঃ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—(৭৩) যথায় কংসনাশন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন—অহো! সেই মধুপুরীই ধন্যা; তথায় সকল দেবতা ও মুনিগণ সর্ব্বদা বাস করিতে কামনা করেন। শ্রীভাগবতে প্রথমে—(৭৪) অহো! সেই যদুকুল সাতিশয় শ্লাঘ্য এবং সেই মধুবনও অতীব প্রশংসনীয়। কেননা এইস্থানে এই পুরুষোত্তম শ্রীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতেছেন। (৭৫) চতুর্থস্কন্ধে—অতএব হে তাত! যেস্থলে পূত মধুবন বিদ্যমান এবং যেস্থলে নিরন্তর শ্রীহরি বাস করেন—তুমি সেই পবিত্র যমুনাতটে গমন কর—তোমার মঙ্গল হউক। (৭৬) দশমস্কন্ধে—যথায় শ্রীহরি স্বয়ং সর্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন—সেই মথুরাপুরী যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী হইল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে—(৭৭) তথায় শত্রুঘ্ন মধুতনয় মহাবল 'লবণ' রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। (৭৮) যথায় দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং হরিভক্তদের সর্ব্বদা সান্নিধ্য রহিয়াছে—

বায়ুপুরাণে—চত্বারিংশদ্ যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্মৃতা।
যত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্বদা ॥ ৭৯ ॥

অথ **শ্রীভগবৎকৃপা-লভ্যত্বম্**—আদিবারাহে—

ন তৎপুণ্যৈ র্ন তজ্‌জ্ঞানৈ র্ন তপোভি র্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈ র্যজ্ঞৈ র্লভ্যং মদনুভাবতঃ ॥ ৮০ ॥
শ্রীবিষ্ণোঃ কৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন ক্ষণমেকং ন তিষ্ঠতি ॥ ৮১ ॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তি র্ভূয়সী যেষু তৎকৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥ ৮২ ॥

অথ **ভগবদ্ধ্যানাদি-লভ্যত্বং**—আদিবারাহে—

যদা বিশুদ্ধা স্তপ আদিনা জনাঃ
শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরম্।

সেই সর্ব্বপাপহর তীর্থে গমন করিয়া ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে (৭৯) যথায় স্বয়ং শ্রীহরি সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন—সেই মথুরা চল্লিশ যোজন পরিমিত বলিয়া বিখ্যাত।

মথুরা—ভগবৎকৃপালভ্য।

আদিবারাহে—(৮০) মানব কেবল আমারই অনুগ্রহে সেই মথুরাপুরী লাভ করিতে পারে, নতুবা পুণ্যসঞ্চয়ে, জ্ঞানোপার্জ্জনে, তপোনুষ্ঠানে, জপে কি বিবিধ যজ্ঞক্রিয়াদি দ্বারা কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারে না। (৮১) শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতিরেকে মথুরায় জীব ক্ষণকালও বাস করিতে পারে না; প্রত্যুত তাঁহার কৃপা হইলে নিশ্চয়ই তথায় বাস হইবে। (৮২) পাদ্মে উত্তর খণ্ডে—যাঁহারা শ্রীহরিতে অচলা ভক্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রচুরতর কৃপা রহিয়াছে—সেই ভাগ্যবানদেরই মথুরাপুরীতে অনুরাগ হইয়া থাকে।

মথুরা—ভগবদ্ধ্যানলভ্য।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—(৮৩) হে দ্বিজোত্তম! যখন মানবগণ তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি দ্বারা বিশুদ্ধ হন এবং নিরন্তর পরম কল্যাণময় ধ্যানই অবলম্বন

তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং
ন চান্যথা কল্পশতৈ র্দ্বিজোত্তম ॥ ৮৩ ॥

অথ **মোক্ষপ্রদত্বম্**—আদিবারাহে—

যা গতি র্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতি স্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্য চ ॥ ৮৪ ॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি! মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥ ৮৫ ॥
কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে
তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
যা জন্ম-মৌঞ্জীব্রত-মৃত্যু-দাহৈ
র্নৃণাং চতুর্ধা বিদধাতি মোক্ষম্ ॥ ৮৬ ॥
ন যোগৈ র্যা গতি র্লভ্যা মন্বন্তর-শতৈরপি।
অন্যত্র হেলয়া সাত্র লভ্যতে মৎপ্রসাদতঃ ॥ ৮৭ ॥

করিয়া থাকেন—তখনই তাঁহারা আমার সেই দিব্যপুরী দর্শন করিতে পারে, নচেৎ শত শত কল্পেও তাহা ঘটে না।

মথুরার মোক্ষপ্রদত্ব।

আদিবারাহে—(৮৪) ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনীষিগণ যোগাবলম্বনে স্বদেহ ত্যাগ করিয়া যে গতিলাভ করিয়া থাকে, এই মথুরাপুরীতে প্রাণত্যাগ করিয়াও মানুষ সেই গতিই লাভ করিতে পারে। (৮৫) হে দেবি! মনুষ্য এই পুরীর তীর্থে, গৃহে, চত্বরে, পথে অথবা যে কোনও স্থানেই মরুক না কেন, তাহাদের মুক্তি অবশ্যই হইবে। (৮৬) যদিও এই পৃথিবীতে কাশী প্রভৃতি বহু বহু পুরী বিদ্যমান আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে মথুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহাতে জন্ম, উপনয়নব্রত, মৃত্যু বা দাহ প্রভৃতি চারিপ্রকারে এই ধাম মোক্ষ প্রদান করে। (৮৭) যোগীগণ অন্যত্র অবস্থিত হইয়া শত শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত যোগাবলম্বনে থাকিয়া যে গতি লাভ করে না, মনুষ্য এই স্থানে থাকিয়া আমার প্রসাদে অনায়াসেই তাহা পাইয়া থাকে।

ন পাপেভ্যো ভয়ং যত্র ন ভয়ং যত্র বৈ যমাৎ।
ন গর্ভবাসভী র্যত্র তৎ ক্ষেত্রং কো ন সংশ্রয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনম্।
বিনা ব্রততপোদানৈঃ শ্রেয়ো বৈ প্রাণিনামিহ ॥ ৮৯ ॥

কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কূলাৎ পতন্তি যে বৃক্ষা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯০ ॥

বারাহে—বিংশযোজন-বিস্তারো মথুরায়াশ্চ মণ্ডলম্।
যত্র প্রাণান্ বিমুঞ্চন্তি সিদ্ধা যান্তি পরাং গতিং ॥ ৯১ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—চণ্ডাল-জড়মূকানাং জীবহিংসারতস্য চ।
মথুরা-পিণ্ডদানেন পুন র্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯২ ॥

প্রণাল্যামিষ্টকচিতে শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে।
অট্টালে বা মৃতো দেবি! মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৯৩ ॥

বামনপুরাণে—মথুরাতীর্থমতুলং বিশ্রুতং লোক-সংকৃতম্।
যত্র কৃষ্ণস্তু গোপালৈঃ সমং ক্রীড়িতবান্ জলে ॥ ৯৪ ॥

---

(৮৮) যে স্থানে পাপরাশি হইতে, মৃত্যু হইতে, কি গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতেও কোন ভয় নাই, সেই ক্ষেত্র আশ্রয় করিতে কাহার না প্রবৃত্তি হয়? (৮৯) এই স্থানে সাংখ্য, যোগ, আত্মতত্ত্বচিন্তা, ব্রত, তপস্যা বা দানাদির অনুষ্ঠান না করিলেও জীবগণের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। (৯০) ইহাতে কৃমি, কীট, পতঙ্গপ্রভৃতিও মরিলে, অধিক আর কি?—কূল হইতে বৃক্ষও পতিত হইলে—তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়। বারাহে—(৯১) এই বিশ যোজন বিস্তৃত মথুরামণ্ডলে মৃত্যু হইলে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্তি হয়। পাদ্মে পাতালখণ্ডে—(৯২) চণ্ডাল, জড় বা মূক কিম্বা জীব-হিংসক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মথুরায় পিণ্ডদান করিলে তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। (৯২) এই মথুরায় প্রণালীমধ্যে, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে, শ্মশানে, শূন্যে, মঞ্চে অথবা অত্যুন্নত স্থানে মরিলেও নরগণ মুক্তি পাইবে। বামনপুরাণে—(৯৪) যে স্থানে জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণসহ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,

তত্র গত্বা নরো ব্রহ্মন্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
ত্রিরাত্রমুষিত স্তত্র নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিহরন্তং জলে কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৫ ॥

সৌরপুরাণে—অস্তীহ মথুরানাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূত-বীথিকা।
স্পর্শনেন নর স্তস্যা মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ ॥ ৯৬ ॥

মথুরাখণ্ডে—মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরাপুরীম্।
ইতি যস্য ভবেদ্ বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অথ **বিষ্ণুলোকপ্রদত্বম্**—ব্রহ্মাণ্ডে—

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতম্।
তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ন চ্যবন্তে কদাচন ॥ ৯৮ ॥
যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।
সর্বপাপৈ র্বিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯৯ ॥ *

সেই প্রসিদ্ধ লোকসংস্তুত অতুলনীয় মথুরাতীর্থে (৯৫) গমন করিলে মানব সকলপাতক হইতে মুক্ত হয়। ত্রিরাত্রি নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় জলবিহারী কৃষ্ণকে ধ্যান করিলেও মানুষ মুক্ত হইতে পারে। সৌরপুরাণে—(৯৬) এই পৃথিবীতে ত্রিভুবন-বিখ্যাত মথুরা বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের চরণরজোমিশ্রিত বালুকারাশি দ্বারা উহার পথগুলি পবিত্র। উহার স্পর্শ হইলে মানুষ সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। মথুরা খণ্ডে—(৯৭) 'আমি মথুরায় বাস করিব এবং মথুরায় গমন করিব', যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছে—তিনিও ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

মথুরার বিষ্ণুলোক-প্রদত্ব।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—(৯৮) যাহারা মথুরায় দেবকীপুত্র দেব অচ্যুতকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থান হইতে কদাপি বিচ্যুত হয় না। (৯৯) যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাশায়

---

* 'খ' পুস্তকেঽধিকঃ পাঠঃ—স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ। মথুরায়াং মৃতা যে চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥

মূকা জড়ান্ধবধিরা স্তপো-নিয়মবর্জিতাঃ।
কালেনৈব মৃতা যে চ গচ্ছন্তি বিষ্ণু-মন্দিরম্‌॥ ১০০॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বু-বিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ॥ ১০১॥
আদিবারাহে—কল্পগ্রামেণ কিং তস্য বারাণস্যা চ বা শুভে!
মথুরায়াস্তু যৎ পুণ্যং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ১০২॥
মথুরাঞ্চ সমাসাদ্য যঃ কশ্চিন্‌ ম্রিয়তে ভুবি।
অপি কীটঃ পতঙ্গো বা জায়তে স চতুর্ভুজঃ॥ ১০৩॥
গৌতমীয়তন্ত্রে—মথ্নাতি সর্ব্বপাপানি দদাতি পরমাং গতিং।
উত্তমো হি নরো যত্র তেন সা মথুরা স্মৃতা॥ ১০৪॥
অথ **সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদত্বম্‌**—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—
সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রুবে শপথ-পূর্ব্বকম্‌।

মথুরায় যাত্রা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সকলপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। (১০০) মূক, জড়, অন্ধ, বধির বা তপস্যা ও যমনিয়মাদিরহিত মানবগণ কালক্রমে মথুরায় পঞ্চত্ব পাইলে বিষ্ণুলোকেই গমন করিয়া থাকে। (১০১) সর্পদষ্ট, পশুহত, অগ্নিদগ্ধ বা জলমগ্ন হইয়াও যাহারা এই ধামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—এবং যে সকল লোক অপমৃত্যু অর্থাৎ উদ্বন্ধন বা বিষপানে এই স্থানে আত্মঘাত করিয়াছে, তাহারাও বিষ্ণুলোকে গমন করে। আদিবারাহে—(১০২) হে শুভে! প্রয়াগে বহু বহু কল্পবাস করিয়া বা বারাণসীতে বসতি করিয়া কি প্রয়োজন? মথুরায় বাস করিলে যে ফল হয়—তাহা শ্রবণ কর। (১০৩) এই পৃথিবীতে যে কোনও ব্যক্তি মথুরা প্রাপ্ত হইয়া কাল-কবলে পতিত হইলে, সে কীটই হউক বা পতঙ্গই হউক—চতুর্ভুজ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। গৌতমীয়তন্ত্রে 'মথুরা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ—(১০৪) সমস্ত পাপ মন্থন (নাশ) করে, পরম গতি দান করে এবং যে স্থলের মানবও উৎকৃষ্ট তাহাকে 'মথুরা' বলা হয়।

মথুরার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্ব।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—(১০৫) হে মুনিবর! আমি তোমাকে সত্য সত্যই

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং ক্বচিৎ ॥ ১০৫ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্বদা।

যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলম্ ॥ ১০৬ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।

ভক্তীচ্ছো র্ভক্তিদা ক স্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৭ ॥

তত্রৈব পাতালখণ্ডে পার্ব্বতী-প্রশ্নঃ—

উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর!

মুনে র্ভুবো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো!!

কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগস্য প্রতাপবান্ ॥ ১০৮ ॥

তত্রৈব শ্রীমহাদেবোত্তরং—

ন ভূমিকা-প্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে!

ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে ॥ ১০৯ ॥

তথা পারকচিচ্ছক্তে রুভে তৎপদ-কারকে।

তদেব শৃণু ভো দেবি! প্রভাবো যেন বর্ত্ততে ॥ ১১০ ॥

শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে মথুরার তুল্য সকল-অভীষ্টপ্রদ স্থান এজগতে আর কোথাও নাই। স্কান্দে মথুরা খণ্ডে—(১০৬) যে স্থানে ক্ষেত্রপাল হইয়া মহাদেব সর্বদা বিরাজমান—এবং যে স্থলে বিশ্রান্তি-নামক তীর্থও বিদ্যমান আছে—তথায় দুর্ল্লভ ফল আর কিই বা আছে? পাদ্মে উত্তরখণ্ডে (১০৭) এই পুরী সকাম ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ দান করে, মোক্ষার্থীগণকে মুক্তি এবং ভক্তিকামীদিগকে ভক্তি দান করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক এই মথুরার আশ্রয় না করে? পাতালখণ্ডে—(১০৮) পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে জটাধর! আপনি মথুরার অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন দেখি উহা কি তত্রত্য মুনিগণের, ভূমিভাগের এবং নদীর মহিমাই হইবে? অথবা উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আছে বলিয়া উহার এত প্রতাপান্বিত প্রভাব ঘটিল?" (১০৯) শ্রীমহাদেব উত্তর দিতেছেন—'হে বরাননে! ইহা ভূমির মাহাত্ম্য নহে, নদীর বা মুনিদিগেরও মাহাত্ম্য নহে; তবে বিষ্ণুর তারকমন্ত্রেরই প্রভাব। (১১০) এবং বিষ্ণুর যে পারক চিচ্ছক্তি আছে—তাহারও মহিমা

শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তে র্যঃ প্রবর্ত্ততে।
তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ॥
তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ॥ ১১১॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

উভৌ মন্ত্রাবুভে নাম্নী মদীয়প্রাণ-বল্লভে।
নানা নামানি মন্ত্রাশ্চ তন্মধ্যে সারমুচ্যতে॥ ১১২॥
অজ্ঞাতমথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি।
যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যান্তু ফলমাদিশেৎ॥ ১১৩॥
বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লোঁকপাবনঃ।
ছিনত্তি সর্বপাপানি কাশীবাস-ফলং লভেৎ॥ ১১৪॥
ইতি তারকমন্ত্রোঽয়ং যস্তু কাশ্যাং প্রবর্ত্ততে।
স এব মাথুরে দেবি! বর্ত্ততেঽত্র বরাননে॥ ১১৫॥
অথ পারকমুচ্যেত যথামন্ত্রং যথাবলং।
পারকং যত্র বর্ত্তেত ঋদ্ধি-সিদ্ধি-সমাগমঃ॥ ১১৬॥

বটে! এই তারক ও পারক উভয় শক্তিই সেই বিষ্ণুপদ দান করিয়া থাকে। তাহাতেই যে প্রভাব আছে, তাহাই তুমি শ্রবণ কর। (১১১) চিচ্ছক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মহিমারই অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহার 'তারক ও পারক' এই দুয়েরই অব্যাহত প্রভাব বলিয়া কথিত হয়। তারক শক্তি হইতে মুক্তিলাভ এবং পারক শক্তি হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। (১১২) ভগবান্ বলিতেছেন—আমার বহু নাম ও বহু মন্ত্র মধ্যে ঐ উভয় নাম এবং উভয় মন্ত্রই আমার প্রাণপ্রিয়। তাহার মধ্যে আমি সার কথা বলিতেছি—(১১৩) জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইয়াও যদি কেহ তারকমন্ত্রই জপ করে, তবে যে কোনও স্থানে তাহার মৃত্যু হইলেও কাশীতে মরিবার ফলপ্রাপ্তি হইবে। (১১৪) যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে এই তারকনাম বিদ্যমান—সেই ব্যক্তি জগৎ পবিত্র করিতে পারে, সকল পাপ ছেদন করিতে পারে এবং কাশীবাসের ফল পাইয়া থাকে। (১১৫) হে দেবি বরাননে! এই তারকমন্ত্র কাশীতে যেরূপ প্রবর্ত্তিত আছে—মথুরাতেও তদ্রূপই বিদ্যমান আছে। (১১৬) অনন্তর 'পারক' মন্ত্রের স্বরূপ

পূজ্যো ভবতি ত্রৈলোক্যে শতায়ু র্জায়তে পুমান্।
অষ্টসিদ্ধি-সমাযুক্তো বর্ত্ততে যত্র পারকং ॥ ১১৭ ॥
পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষ-বর্ত্তিতা।
পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসংকল্পতা তথা ॥ ১১৮ ॥
দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্তু শ্রুতা দৃষ্টা তথৈব চ।
অখণ্ড-পরমানন্দ স্তদ্‌গতো জ্ঞেয়-লক্ষণঃ ॥ ১১৯ ॥
অশ্রুপাতং ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ।
ক্বচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্‌গুণো গীয়তে ক্বচিৎ ॥ ১২০ ॥

অথ **প্রপঞ্চাতীতম্**—আদিবারাহে—

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টি র্বিধাতু র্ব্যতিরেকিণী।
ন যৎ ক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ ॥ ১২১ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরি স্থিতম্।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ ॥ ১২২ ॥

ও শক্তি সম্বন্ধে বলিতেছি। যে স্থানে পারকমন্ত্র বিদ্যমান আছে, তথায় ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধির সমাগম হয়। (১১৭) যে পারকমন্ত্রের আশ্রয় করে, সেই জন ত্রৈলোক্য-পূজিত ও শতবর্ষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, এবং অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। (১১৮) যাহার জিহ্বাগ্রে পারকমন্ত্র বিরাজ করে, তাহার সদাই সন্তোষ, সর্ব্ব অভিলাষপূর্ত্তি ও সংকল্প সত্য হইয়া থাকে। (১১৯) প্রেমভক্তি দ্বিবিধ—শ্রুতা (শ্রবণাদিতে উদিতা) ও দৃষ্টা (দর্শনাদি উদিতা)। অখণ্ড পরমানন্দই তাহার লক্ষণ বলিয়া জানিবে। (১২০) প্রেমিকজন কখনও অশ্রুপাত করে, কখনও নৃত্য করে, কখনও বা প্রেমে বিবশ হইয়া থাকে, কখনও বা মহামূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও আমার গুণগানই করিয়া থাকে।

মথুরার প্রপঞ্চাতীতত্ব।

আদিবারাহে—(১২১) বিধাতার সকলপ্রকার সৃষ্টি হইতেও মথুরার সৃষ্টি একটু বিভিন্ন প্রকারের। যেহেতু এই ক্ষেত্রের গুণরাজি বর্ণন করিতে ঈশ্বরও সমর্থ নহেন। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(১২২) হে রাজন্! সেই মথুরা-

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—ঋষি র্মাথুরনামাত্র তপঃ কুর্ব্বতি শাশ্বতে।
তোতোঽস্য মাথুরং নামাভবদাঢ্যং * শ্রিয়া যুতম্ ॥ ১২৩ ॥
তত্রৈব নির্ব্বাণখণ্ডে—নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপাল-বালকান্ ॥ ১২৪ ॥

অহো ন জানন্তি নরা দুরাশয়াঃ
পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীম্।
সুরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-মুনীন্দ্র-সংস্তুতাং
মনোরমাং তাং মথুরাং পরাং গতিম্ ॥ ১২৫ ॥

অথ **দেবত্রয়রূপত্বম্**—পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

মকারে চ উকারে চ অকারে চান্তসংস্থিতে।
মাথুরঃ শব্দনিষ্পন্ন ওঙ্কারস্য ততঃ সমঃ ॥ ১২৬ ॥
মহারুদ্রো মকারঃ স্যাদুকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
অকারোঽন্ত্যস্তু ব্রহ্মা স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥ ১২৭

মণ্ডল বিষ্ণুর চক্রের উপরিভাগে সংস্থিত, উহা পদ্মাকৃতি এবং ত্রিকাল সত্য। পাদ্মে—(১২৩) 'মাথুর' নামক এক ঋষি এই নিত্যধামে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার মাথুর নাম এত গৌরবান্বিত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। নির্ব্বাণখণ্ডে—(১২৪) আমার মথুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমুনা, গোপকন্যাগণ এবং গোপবালকগণকে তুমি নিত্য বলিয়াই জানিও। (১২৫) অহো! সুরেন্দ্র, নাগেন্দ্র এবং মুনিগণ-কর্তৃক সংস্তুতা, পরমগতিস্বরূপা, পরম মনোরমা, সনাতনী এই মদীয় পুরীকে দুরাশয় লোকগণই কেবল জানিতে পারে না।

দেবত্রয়-স্বরূপা মথুরা।

পাদ্মে পাতাল খণ্ডে—(১২৬) 'মাথুর' শব্দের প্রথম অক্ষর 'ম'কার, দ্বিতীয়ের 'উ' কার, ও শেষ অক্ষরের 'অ' কার একত্র করিলে [অ + উ + ম] ওম্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, অতএব মাথুর শব্দ ওঙ্কারের সমান। (১২৭) মহারুদ্র 'ম' কার, 'উ'কার বিষ্ণু এবং অন্ত্য 'অ' কার ব্রহ্মার-

---

* 'খ' পুস্তকে—ভবদাদ্যং।

তদা বরঃ শ্রেষ্ঠ উক্তঃ সত্য এবাভবত্ততঃ।
সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি র্মাথুরী তিষ্ঠতে সদা ॥ ১২৮ ॥

অথ **শ্রীবিষ্ণুভক্তিপ্রদত্বং** পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরে র্ভক্তি র্মথুরায়াঞ্চ লভ্যতে ॥ ১২৯ ॥

ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে!
হরি র্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভম্ ॥ ১৩০ ॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্ দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধি র্মথুরা-স্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৩১ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—স্মরন্তি মথুরাং যে চ মথুরেশং বিশাম্পতে!
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তি র্হরৌ পরা ॥ ১৩২ ॥

বাচক। অতএব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক এই মাথুর শব্দ। (১২৮) তাহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে সত্যই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি মাথুর শব্দে বিদ্যমান।

হরিভক্তিপ্রদায়িনী মথুরা।

পাদ্মে উত্তর খণ্ডে—(১২৯) অন্যান্য পুণ্যতীর্থসমূহে কেবল মুক্তিই মহাফল; কিন্তু মুক্তগণেরও প্রার্থনীয় হরিভক্তি মথুরাতেই পাওয়া যায়। ইহাই মথুরার বিশেষত্ব। (১৩০) হে মুনিবর! যে মানবগণ ঐ পুরীতে ত্রিরাত্রিও বাস করে, শ্রীহরি তাহাদিগকে মুক্তগণেরও দুর্লভ সুখপ্রদান করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—(১৩১) ত্রিভুবনস্থিত তীর্থ-সমূহের সেবা করিলেও যে সিদ্ধি দুর্লভই থাকে—মথুরা স্পর্শ করা মাত্রই সেই পরমানন্দময়ী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(১৩২) হে মহারাজ! যাহারা মথুরা ও মথুরেশ হরিকে স্মরণ করে, তাহাদের সমস্ত তীর্থের ফল এবং পরমা হরিভক্তি হইয়া থাকে।

অথ স্বতঃ পরমফলত্বং—পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে * ॥ ১৩৩ ॥
অথ সপ্তপুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি! বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥ ১৩৪ ॥

আদিবারাহে—ভূর্ভুবঃস্বস্তলে বাপি ন পাতালতলেঽমলম্।
নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং বসুন্ধরে ॥ ১৩৫ ॥

বারাহে—লাভানাং মথুরালাভো জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
প্রীতীনাং পরমা প্রীতি র্গতীনাং গতিরুত্তমা ॥ ১৩৬ ॥
রহস্যানাং রহস্যঞ্চ ক্রিয়াণাঞ্চ মহাক্রিয়া।
এতন্মরণকালে তু স্মর্ত্তব্যং মনসাপি চ ॥
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণম্ ॥ ১৩৭ ॥

স্বতঃ পরমফলদায়িনী মথুরা।

পাদ্মে পাতাল খণ্ডে—(১৩৩) অহো! এই মধুপুরীই ধন্য—ইহা বৈকুণ্ঠ হইতেও গরীয়সী। এই পুরীতে একদিন বাস করিলেও হরি-ভক্তির উদয় হয়। (১৩৪) হে দেবি! ঐ সপ্ত পুরী (অযোধ্যা, কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি) মধ্যে মথুরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; বৈকুণ্ঠধাম হইতেও ইহার উৎকৃষ্ট মহিমা শ্রবণ কর। আদিবারাহে—(১৩৫) হে বসুন্ধরে! ভূলোকে, অন্তরীক্ষে, স্বর্গে কি পাতালে অথবা মহ, জন, তপঃ আদি ঊর্দ্ধলোকেও উহার ন্যায় বিমল পুণ্যক্ষেত্র আর দৃষ্ট হয় নাই। (১৩৬) মথুরা-লাভই সর্বলাভের শ্রেষ্ঠ, মথুরা-জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের সার, মথুরা-প্রীতিই পরমা প্রীতি এবং মথুরায় গতিই সর্ব্বপ্রধান গতি। (১৩৭) ইহাই সকল রহস্যের সার, সকল ক্রিয়ার মহাক্রিয়া; মরণকালে মনে মনেও এই মথুরাপুরী স্মরণ করা কর্ত্তব্য। পরম সিদ্ধিলাভে ইচ্ছা থাকিলে বা সংসার হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিলে মথুরারই স্মরণ করিবে।

---

* 'খ'—পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

অথ **মথুরা-মণ্ডল-সীমাজ্ঞানম্**—আদিবারাহে—

বিংশতি র্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ॥ ১৩৮ ॥

তথা পাদ্মে যমুনা-মাহাত্ম্যে—

রম্যমপ্সরসাং স্থানং যস্মিংশ্চঞ্চলতাং গতঃ।
যাযাবরঃ পুরা বিপ্র স্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥
চিরকালং প্রতপ্তং তমিন্দ্রশাপাগ্নিনার্দ্দিতম্।
স্পৃষ্টা বারিকণেনেমং মোচয়িত্বা তু পাতকাৎ।
বিমানেনার্কবর্ণেন প্রাপয়ত্তং সুরালয়ম্ ॥ ১৪০ ॥
পূজ্যমানাদরেণার্ঘ্যৈ র্বানপ্রস্থৈ র্যথাবিধি।
মথুরামণ্ডলং প্রাপ্তা তস্মাদ্দেবর্ষি-সেবিতা ॥ ১৪১ ॥
পাবয়িত্বা কুরূন্ দেশান্ শূরসেনান্ সমাবিশৎ।
বনানি দ্বাদশ স্ফীতাস্ফীতানি গুণসম্পদা ॥ ১৪২ ॥
ক্রমাদ্ বিশ্রান্তিমাসাদ্য বিশ্রান্তা কেশবালয়ে।
সুদর্শনোপরিগতা গতশ্রম-সমীপগা ॥ ১৪৩ ॥

মথুরার সীমা-নিরূপণ।

আদিবারাহে—(১৩৮) আমার মথুরামণ্ডলের সীমা বিশ যোজন পরিমিত। পদ্মপুরাণে যমুনা-মাহাত্ম্যে—(১৩৯) অপ্সরাগণের মনোহর এক স্থান আছে; সে স্থানে প্রাচীনকালে এক জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত যাযাবর (পর্য্যটনশীল) ব্রাহ্মণও চঞ্চল হইয়াছিলেন। (১৪০) সেই বিপ্র সুচিরকাল তপস্যা করিলেও ইন্দ্রের শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যমুনার জলকণা স্পর্শ করিয়াই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সূর্য্যবর্ণ এক বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে প্রেরণ করা হইয়াছিল। (১৪১) বানপ্রস্থাবলম্বী মুনিগণ আদরপূর্ব্বক এই যমুনাকে অর্ঘ্যাদি-দানে যথাবিধি পূজা করেন; এই কারণে যমুনা মথুরামণ্ডল প্রাপ্ত হইলে দেবর্ষিগণও উহার সেবা করিয়া থাকেন। (১৪২) ঐ যমুনা নদী কুরুদেশ পবিত্র করিয়া শূরসেন দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছেন। এই স্থানে দ্বাদশ বন আছে; গুণসম্পদে উহারা কোথাও বা বিস্তারিত আবার কোথাও বা ক্ষুদ্রাকৃতি। (১৪৩) ঐ যমুনা ক্রমে 'বিশ্রান্তি' তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া

ইত্যুপক্রম্য—আশ্লিষ্টা বাসুদেবেন সংকৃত্যাভ্যর্চ্চ্য তাপনী।
অনুজ্ঞাতা গতা পুণ্যা সুপুণ্যং ধ্রৌব্যমাশ্রমম্ ॥ ১৪৪ ॥
সংপ্রাপ্তা পুণ্যসলিলা সুপুণ্যং রেণুকাশ্রমম্।
দীক্ষিতো যত্র রামোঽভূৎ সর্ব্বক্ষত্র-ক্ষয়াধ্বরে ॥ ১৪৫ ॥
ততঃ প্রয়াতা যমুনা ভরতস্যাশ্বমেধিকম্।
ইষ্টং শাকুন্তলেয়েন সারঙ্গৈ র্যত্র সপ্তভিঃ ॥ ১৪৬ ॥
অথ স সপ্তভি র্মে ধ্যৈঃ সোমপেন্দ্রোঽপ্যমাদ্যত।
ততঃ প্রত্যঙ্মুখী ভূত্বা সংপ্রাপ্তা শৌকরীং পুরীম্ ॥*
যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তুমুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥ ১৪৭ ॥
তত স্তাং নগরীং শৌরী ভূত্বা প্রত্যঙ্মুখী পুনঃ।
পরিক্রম্য বিনিষ্ক্রান্তা জিহ্মগত্যেব পন্নগী ॥ ১৪৮ ॥

কেশবালয়ে বিশ্রাম করিয়াছেন। উহা সুদর্শন চক্রের উপরিভাগে থাকিয়া বিশ্রামঘাটের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন। ইত্যাদি......। (১৪৪) পুণ্যতোয়া যমুনা শ্রীবাসুদেব-কর্ত্তৃক সমাদরে পূজিত ও আলিঙ্গিত হইয়া পরে তাঁহার আজ্ঞায় পুণ্যময় ধ্রুবাশ্রমেও গমন করিয়াছেন। (১৪৫) তৎপরে পুণ্যসলিলা যমুনা অতি পবিত্র রেণুকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়াছেন—যেখানে পরশুরাম ক্ষত্রিয়-সকলকে নিধন করিবার জন্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। (১৪৬) অনন্তর যমুনা ভরতের অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে গিয়াছেন—ঐ আশ্রমে শকুন্তলার নন্দন ভরত সাতটি হরিণদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (১৪৭) অতঃপর সেই পবিত্র হরিণ সাতটি দ্বারা সোমপায়ী ইন্দ্রও সন্তোষলাভ করিলেন। তাহার পর যমুনা পশ্চিমমুখী হইয়া শৌকরীপুরীতে গমন করেন—তথায় নারায়ণ আদি বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ধরাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রকট হইয়াছিলেন। (১৪৮) তাহার পরেও যমুনা পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া সেই পুরীর পরিক্রমা করতঃ সর্পের ন্যায় কুটিলগতিতে গমন করিয়াছেন। (১৪৯)

---

* অথ সপ্তভি র্মে ধ্যৈঃ সোমেনেন্দ্রোপমাস্থিত। ততঃ প্রত্যঙ্মুখী ভূত্বা শ্রদ্ধয়া মথুরাং পুরীম্॥ মোচয়ন্তীমসৃভূতঃ কর্ম্মবন্ধাদপশ্যত। পুনঃ সা প্রাঙ্মুখীভূত্বা সংপ্রাপ্তা শৌকরীং পুরীম্ ॥ (খ)

ততঃ সা শূরসেনেভ্যঃ পাঞ্চালানাং বিমুক্তিদা।
ইষ্টকাশ্রমমাপেদে বশিষ্ঠায়তনং মহৎ ॥ ১৪৯ ॥

এতেন যাযাবরমধিকৃত্য শৌকরী-বটেশ্বর-পর্য্যন্তং মথুরামণ্ডলং জ্ঞেয়ম্। এবমেব সর্ব্বাসু দিক্ষ্বপি জ্ঞেয়ম্। বিংশতিযোজনাত্মকে বহুতীর্থবত্ত্বয়া বিশেষঃ ॥ ১৫০ ॥

মথুরাখণ্ডে—মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানান্তু দ্বাদশ।
যত্র তীর্থসহস্রাণি কৃষ্ণরামকৃতানি চ ॥ ১৫১ ॥

তথাহি **বৈশিষ্ট্যম্**—

গব্যূতি র্দ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্য-সংযুতা।
তত্রাপি মথুরা দেবি! সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনী ॥ ১৫২ ॥

তত্রাপি **পদ্মাকৃতে বৈশিষ্ট্যম্**—

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবি! কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ১৫৩ ॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যে তু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
মধ্যপত্রে মৃতা যে চ তেষাং মুক্তি র্বসুন্ধরে ॥ ১৫৪ ॥

পরে শূরসেন ও পঞ্চালবাসিদের মুক্তিদায়িনী সেই যমুনা ইষ্টকাশ্রম বশিষ্ঠালয়ে গমন করিয়াছেন। (১৫০) ইহা দ্বারা যাযাবরের আশ্রম হইতে আদিবারাহপুরীর বটেশ্বর পর্য্যন্ত মথুরামণ্ডলের সীমা বুঝিতে হইবে। এইরূপে সকলদিকেও জানিবে। বিশযোজন-বিস্তৃত এই মথুরায় বহুতীর্থ বিরাজমান থাকায় বিশেষত্ব আছে। মথুরাখণ্ডে—(১৫১) যাহাকে মথুরামণ্ডল বলে, তাহা দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকৃত সহস্র সহস্র তীর্থ বর্ত্তমান আছে। (১৫২) তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে দ্বাদশগব্যূতি অর্থাৎ চব্বিশ ক্রোশের মধ্যে বারটি বন আছে; এই দ্বাদশ বনের মধ্যেও মথুরাই সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী। (১৫৩) তাহার মধ্যেও আবার পদ্মাকৃতি মথুরার বৈশিষ্ট্য—এই পদ্মাকার মথুরামণ্ডল সকল লোকেরই মুক্তিদায়ক, এই পদ্মের কর্ণিকাতে ক্লেশনাশন **কেশবদেব** বিরাজমান। (১৫৪) যে সকল নর এই

পশ্চিমে তু হরিং দেবং গোবর্দ্ধন-নিবাসিনম্।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে॥ ১৫৫ ॥
উত্তরেণ তু গোবিন্দং দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভম্।
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাহূত-সংপ্লবম্॥ ১৫৬॥
বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং তীর্থং পূর্ব্বপত্রে ব্যবস্থিতম্।
যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ১৫৭॥
দক্ষিণেনোত্তমাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীম্।
মহাকায়াং সুরূপাঞ্চ কেশবাকার-সন্নিভাম্।
যাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি! ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৫৮॥

অথাত্র **কালবিশেষে নিবাস-ফলম্**—আদিবারাহে তত্র জ্যৈষ্ঠে—

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা তু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ১৫৯॥

কর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাও মুক্তিভাগী; এবং যাহারা ঐ পদ্মের দলমধ্যেও প্রাণত্যাগ করে, তাহাদেরও মোক্ষলাভই হয়। (১৫৫) এই পদ্মাকৃতি মথুরার পশ্চিকদিকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে **হরিদেব** বিদ্যমান। সেই দেবাদিদেব ঈশ্বরকে দর্শন করিলে আর কি পরিতাপ করিতে হয়? (১৫৬) উহার উত্তরদিকে পরম কল্যাণময় গোবিন্দদেবকে দর্শন করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্তও আর সংসারে আসিতে হয় না। (১৫৭) ঐ পদ্মের পূর্ব্বদলে **বিশ্রান্তি** নামক তীর্থ বিদ্যমান, উহার দর্শনে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে—ইহাতে আর সংশয় নাই। (১৫৮) ইহার দক্ষিণদিকে এক উত্তম মূর্ত্তি আছে, ঐ প্রতিমা দিব্যরূপা, মহাকায়া, সুরূপা এবং দেখিতে ঠিক কেশবেরই তুল্য। হে দেবি! আমার এই মূর্ত্তির দর্শনে মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়।

মথুরায় কালবিশেষে বাসফল।

জ্যৈষ্ঠ-মাসের ফল—আদিবারাহে (১৫৯) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল-দ্বাদশীতে স্নান করিয়া সংযত চিত্তে মথুরামণ্ডলস্থ হরিদেবকে দর্শন করিলে

চাতুর্ম্মাস্যে আদিবারাহে—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র-সরাংসি চ। *
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে ॥ ১৬০ ॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ মধুপুর্য্যা বসেমহি।
সর্বাণি তত্র তীর্থানি বিবিধানি বসন্তি চ ॥ ১৬১ ॥

তত্রৈব **জন্মাষ্টম্যাং**—

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে তত্র যো মাং প্রপশ্যতি।
জন্মকোটিকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬২ ॥

ভাদ্রে মাসি মমাষ্টম্যাং যঃ করোতি মমার্চ্চনম্।
সর্বং পাপং পরিত্যজ্য মম স্থানং স গচ্ছতি ॥ ১৬৩ ॥
সর্বং তপ্তং তপ স্তেন সর্বং দানঞ্চ তৈঃ কৃতম্।
যৈঃ কৃতং মথুরাং গত্বা ভাদ্রেঽষ্টম্যাং বসুন্ধরে ॥ ১৬৪ ॥
স্নাত্বা বিশ্রান্তি-তীর্থেষু পূজনং মেঽবলোকনম্ ॥ ১৬৫ ॥

পরমাগতি লাভ হয়। **চাতুর্মাস্যকালে**—(১৬০) শ্রীহরির শয়নকাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, তাহারা সকলেই মথুরায় গমন করিবে। (১৬১) আমি ও অন্যান্য দেবগণ শয়নের চারিমাস মথুরায় বাস করি। ঐ সময় নানাতীর্থও তথায় বাস করিয়া থাকে। **জন্মাষ্টমীতে**—(১৬১) জন্মাষ্টমী-দিবসে তথায় যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করে, তাহার কোটিজন্মার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎই নষ্ট হয়। (১৬৩) ভাদ্র মাসে আমার অষ্টমীতে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া আমার ধামে গমন করে। (১৬৪) যাহারা ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী দিনে মথুরায় গমন পূর্ব্বক বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করিয়া আমাকে দর্শন ও পূজা করে এবং ব্রত করে, তাহাদের সমস্ত তপস্যা এবং সমস্ত দান করা হয়।

---

* 'খ' পুস্তকে—সপ্তদ্বীপেষু তীর্থানি পুণ্যাস্থায়তনানি চ।

বিশেষতঃ **কার্ত্তিকে**—পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে নারদবাক্যম্‌—

যত্র কুত্রাপি দেশে চ কার্ত্তিকে স্নানদানতঃ।
অগ্নিহোত্র-সমং পুণ্যং পূজায়াস্তু বিশেষতঃ॥ ১৬৬॥
কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো গঙ্গায়ামপি তৎসমঃ।
ততোঽধিকঃ পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াস্তু ভার্গব॥ ১৬৭॥
কৃষ্ণসালোক্যদো মাসঃ পূজাস্নানৈশ্চ কার্ত্তিকঃ।
অন্যাঃ পুর্য্য স্তৎসমানা ভবন্তি মথুরাং বিনা॥ ১৬৮॥
দামোদরত্বং হি হরে স্তত্রৈবাসীৎ যতঃ কিল।
মথুরায়াং তত স্তূর্জ্জো বৈকুণ্ঠ-প্রীতিবর্দ্ধনঃ॥
কার্ত্তিকো মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে॥ ১৬৯॥
যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্‌ বৈশাখে জাহ্নবী তথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা তত্রোৎকর্ষঃ পরো ন হি॥ ১৭০॥
মথুরায়াং নরৈ রূর্জ্জে স্নাত্বা দামোদরোঽর্চ্চিতঃ।
কৃষ্ণরূপা হি তে জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৭১॥

বিশেষতঃ **কার্ত্তিক**-মাসে—পদ্মপুরাণে (১৬৬) যে কোন দেশে থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে স্নান দান এবং বিশেষতঃ পূজা করিলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফললাভ হয়। (১৬৭) কুরুক্ষেত্রে ঐরূপ স্নান, দান ও পূজা করিলে অগ্নিহোত্রের কোটিগুণ ফল হয় এবং গঙ্গায়ও কোটিগুণই হয়। হে ভৃগুনন্দন! পুষ্করতীর্থে স্নান, দান ও পূজা করিলে তদপেক্ষা অধিকতর ফললাভ হয়। (১৬৮) কার্ত্তিকমাসে পূজা স্নানাদি করিলে শ্রীকৃষ্ণের সালোক্যপ্রাপ্তি হয়। মথুরা ব্যতীত অন্যান্য পুরীই ঐ সালোক্য শব্দ-বাচ্য বুঝিতে হইবে। (১৬৯) এই মথুরাধামেই শ্রীহরির দামোদরত্ব সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকমাস শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক। মথুরায় কার্ত্তিকমাস চরমাবধি অর্থাৎ পরমগতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১৭০) যেরূপ মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখমাসে গঙ্গা, সেইরূপ কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীর সেবা করা কর্ত্তব্য। ইহা হইতে আর উৎকর্ষ হইতে পারে না। (১৭১) যে সকল মানব মথুরায় কার্ত্তিক স্নানপূর্ব্বক দামোদর পূজা করে,

দুর্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্রা মথুরায়াং নৃণামিহ।
যত্রার্চ্চিতঃ স্বকং রূপং ভক্তেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥ ১৭২ ॥
ভুক্তিং মুক্তিং হরি র্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥ ১৭৩ ॥
সা ত্বঞ্জসা হরে র্ভক্তি র্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-সেবনাৎ ॥ ১৭৪ ॥
মন্ত্রদ্রব্যবিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্।
মন্যতে কার্ত্তিকে দেবো মথুরায়াং মদর্চ্চনম্ ॥ ১৭৫ ॥
যস্য পাপস্য যুজ্যেত মরণান্তা হি নিষ্কৃতিঃ।
তচ্ছুদ্ধ্যর্থমিদং প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সুনিশ্চিতম্।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ শ্রীদামোদর-পূজনম্ ॥ ১৭৬ ॥
সুলভা মথুরা লোকে প্রত্যব্দং কার্ত্তিক স্তথা।
তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ ॥ ১৭৭ ॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিং তপোভি র্বা তীর্থৈ রন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।

তাহারা সকলেই কৃষ্ণরূপী—ইহাতে আর বিচার্য্য কিছুই নাই। (১৭২) হে ব্রাহ্মণগণ! এই জগতে মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিকমাস মানবগণের একান্ত দুর্লভ, কেননা কার্ত্তিকমাসে মথুরায় দামোদরের অর্চ্চনা করিলে তিনি স্বারূপ্য দান করেন। (১৭৩) অন্যত্র বিষ্ণুপূজা করিলে তিনি কেবল ভুক্তি ও মুক্তি দান করেন; কিন্তু হরি-বশকরী ভক্তি কাহাকেও দান করেন না। (১৭৪) পক্ষান্তরে মানবগণ কার্ত্তিক মাসে মথুরায় গমন করিয়া একবারমাত্র দামোদরার্চ্চনা করিলেই অতি শীঘ্রই সেই হরিভক্তি লাভ করিতে পারে। (১৭৫) কার্ত্তিকমাসে মথুরামণ্ডলে মন্ত্রহীন, দ্রব্যহীন ও বিধিহীন পূজাকেও দেবগণ আমারই অর্চ্চনা বলিয়া স্বীকার করেন। (১৭৬) যে পাপ মরণান্ত-নিষ্কৃতি বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে—তাহার শুদ্ধির জন্য এই প্রায়শ্চিত্তই সম্যক্ নিশ্চিত হইয়াছে 'কার্ত্তিকে মথুরায় দামোদর পূজা'। (১৭৭) জগতে মথুরাপুরীও সুলভ এবং কার্ত্তিকমাসও প্রতিবর্ষই আছে, তথাপি মূঢ় ব্যক্তিগণ ভবসমুদ্রে বিচরণ করে!! (১৭৮) যদি কার্ত্তিকে মথুরামণ্ডলে রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে

কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকা-প্রিয়ঃ ॥ ১৭৮ ॥
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ।
কার্ত্তিকে নিবসন্ত্যত্র মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে ॥ ১৭৯ ॥
পরোপহাসমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে হরিসেবয়া।
মথুরায়াং লভেদ্ ভক্তিং কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া নরঃ ॥ ১৮০ ॥

তত্রৈব ধূম্রকেশং প্রতি যমবাক্যম্—

তস্মান্ন পাত্মজ শ্রেয়ঃ পরং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চ শ্রীদামোদর-পূজনাৎ ॥ ১৮১ ॥
ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্যঃ ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ।
রাজা হি কস্যচিদ্ধৃত্বা সর্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি।
পরস্মৈ কস্য ক স্তত্র নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভো র্যথা ॥ ১৮২ ॥
অয়ং সর্বেশ্বরঃ শ্রীমানন্যথা কর্ত্তুমীশ্বরঃ।
অত্যল্পং ভূরি কুরুতে বহু তুচ্ছঞ্চ মন্যতে ॥ ১৮৩ ॥

পারা যায়, তবে তাহার সকল যজ্ঞ, সকল তপস্যা অথবা সকল তীর্থ-সেবায় কি প্রয়োজন? (১৭৯) জগতে যে সকল তীর্থ নদ, নদী এবং সরোবর আছে, তাহারা সকলেই কার্ত্তিকমাসে এই সমগ্র মথুরা-মণ্ডলে বাস করে। (১৮০) যদি কেহ পরোপহাসচ্ছলেও মথুরায় কার্ত্তিকে শ্রীহরির সেবা করে. তবেও সে ব্যক্তি যখন হরিভক্তি লাভ করে, তখন শ্রদ্ধাবান্ নরগণের কথা কি আর বলিতে হইবে? (১৮১) যমরাজ ধূম্রকেশকে বলিয়াছেন—হে রাজপুত্র! কার্ত্তিকে মথুরায় শ্রীদামোদরের অর্চ্চনা ব্যতীত অন্য উৎকৃষ্ট শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই। (১৮২) এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে ইহাই হরির প্রভুত্ব। যদি রাজা কোন লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে দান করেন, তবে সেই রাজার শাসনকর্ত্তা অপর কেহ হয় কি? (১৮৩) এই সর্ব্বেশ্বর শ্রীমান্ হরি যে বস্তু যেমন অবস্থায় আছে, তাহার অন্যথা করিতেও সমর্থ; অত্যল্প বস্তুকেও বহু এবং বহুকেও অতি তুচ্ছ মনে করিতে পারেন। **প্রবোধনী বা উত্থান একাদশীতে** অতিবিশেষত্ব

তত্রাপি **প্রবোধন্যামতিবিশেষঃ।** পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তাবদ্ গর্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ।
মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণো যাবন্নায়াতি বোধনী ॥ ১৮৪ ॥
সংসার-দাবতপ্তানাং কাম-সৌখ্য-পিপাসিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্ ॥ ১৮৫ ॥ *
মথুরায়াস্তু কিং বাচ্যং জাগরে হরি-সন্নিধৌ।
কার্ত্তিকে বোধনীং প্রাপ্য ততঃ শ্রেয়ঃ পরং ন হি ॥১৮৬॥
রাজ্যমন্যত্র সংত্যজ্য স্ফীতং নিহত-কণ্টকম্।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ কৈমুত্যাং জাগরং চরেৎ ॥ ১৮৭ ॥

অথ **দ্বাদশ্যাং** বিষ্ণুপুরাণে—

ঊর্জ্জস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনা-জলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৮৮ ॥

অথ **ভীষ্মপঞ্চকে**—পাদ্মে ভীষ্মং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনম্—

ত্বয়া কৃতে ব্রতে পশ্চাৎ খ্যাস্যতে ভীষ্মপঞ্চকম্।
যে তত্র জন্মভূমৌ মে করিষ্যন্তি মহাব্রতম্ ॥

যথা—পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—(১৮৪) যাবৎকাল হরিপ্রিয়া প্রবোধিনী তিথি মথুরায় না আসে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই সকলতীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া থাকে। (১৮৫) যাহারা সংসার-দাবানলে দগ্ধ, যাহারা ভুক্তি ও সুখ-পিপাসী—তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সান্নিধ্যই শীতল গৃহ-স্বরূপ। (১৮৬) মথুরায় উত্থান একাদশীতে হরিসান্নিধ্যের কথা আর কি বলিব? কার্ত্তিকে মথুরাতে প্রবোধিনী তিথি প্রাপ্তির ন্যায় আর পরম শ্রেয়স্কর কিছুই নাই। (১৮৭) এই জন্যই বলি, অন্যত্র নিষ্কণ্টক বৃহৎ রাজ্যও পরিত্যাগ করতঃ কার্ত্তিকে মথুরায় আসিয়া প্রবোধিনী একাদশীতে জাগরণ করিবে। **দ্বাদশীতে**—বিষ্ণুপুরাণে (১৮৮) কার্ত্তিকমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে মথুরায় যমুনা স্নান করিয়া শ্রীহরিকে দর্শন করিলে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। **ভীষ্মপঞ্চকে** পাদ্মে (১৮৯) হে গাঙ্গেয়!

---

* অধিকম্—ভবপাশজনানাং বৈ প্রাপিকেয়ং প্রবোধনী।
কথং ন সেবতে মূঢ়ে মথুরায়াং কিমন্যতঃ ॥

মথুরায়ান্তু গাঙ্গেয়! তেষাং ভক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ১৮৯ ॥
সার্বভৌমমিন্দ্রপদং ব্রহ্মলোকন্তথাঽক্ষয়ম্।
যোগসিদ্ধিঞ্চ মুক্তিঞ্চ প্রীতো যচ্ছামি সর্ব্বশঃ ॥ ১৯০ ॥
দুর্লভো ভক্তিযোগো মে মম বশ্য-বিধায়কঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চ ব্রতেনানেন লভ্যতে ॥ ১৯১ ॥
পুরাণান্তরে চ—সর্বাভীষ্টপ্রদং প্রোক্তং মাথুরে ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥১৯২
যথা ভবিষ্যে—ভীষ্মপঞ্চদিনে প্রাপ্তে মথুরামণ্ডলে হরেঃ।
নিদ্রাচ্ছেদকরে পুণ্যে পাদুকে চাবলোকয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥*

অথ **মথুরাবনান্তর্গত-মধুপুরী-মাহাত্ম্যং**—স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
মধো র্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা ॥ ১৯৪ ॥

তুমি এই ব্রত করিলে ইহা 'ভীষ্মপঞ্চক' নামে বিখ্যাত হইবে। যে সকল লোক আমার জন্মভূমি মথুরায় এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের পক্ষে ভক্তি করতলস্থিত (সুলভ)। (১৯০) যাহারা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত ভূমির আধিপত্য, ইন্দ্রপদ, অক্ষয় ব্রহ্মপদ, সমস্ত যোগসিদ্ধি এবং সর্ববিধ মুক্তিও দান করিয়া থাকি। (১৯১) আমার বশীকরণ ভক্তিযোগ অতি দুর্লভ। কিন্তু কার্ত্তিকে মথুরায় এই ব্রত করিলে সেই ভক্তিযোগও লাভ করা যায়। (১৯২) মথুরা মণ্ডলে ভীষ্মপঞ্চক সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ। ভবিষ্যে—(১৯৩) মথুরায় ভীষ্মপঞ্চকের দিন উপস্থিত হইলে পবিত্র প্রবোধিনী তিথিতে শ্রীহরির পাদুকাযুগল অবলোকন করিবে।

মথুরাবনমধ্যস্থ মধুপুরীর মাহাত্ম্য।

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(১৯৪) প্রথমতঃ মধুবন—এই মধুবনে মথুরাপুরী বিদ্যমান। বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীহরি এই স্থলে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন।

---

* ইতঃ ২৮০ শ্লোক-পর্য্যন্তং 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

তত্রৈব ভগবদ্বাস আবির্ভাবো হরে র্নৃপ।
বিশ্রামশ্চ হরে স্তত্র দেবানাঞ্চ নৃপোত্তম ॥ ১৯৫ ॥
যো বৈ মধুবনে স্নাতি যমুনাজলমাশ্রিতঃ।
সর্বতীর্থেষু স স্নাত স্তৎফলং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৯৬ ॥
সর্বেষাং নৃপ। সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মিন্ মধুবনে নৃণাম্।
তপসা ভক্তিযুক্তেন স্নানমাত্রেণ কর্মণা ॥ ১৯৭ ॥
অহো মধুবনং ধন্যং যত্র রামঃ সহানুজঃ।
করোতি কর্ম্ম লোকানাং হিতায় চ মনীষিণাম্ ॥ ১৯৮ ॥
মর্দ্দিতো যত্র কৃষ্ণেন চোগ্রসেনাত্মজোঽসুরঃ।
পাবিতঃ স্পর্শমাত্রেণ গতিং নীতশ্চ যোগিনাম্ ॥ ১৯৯ ॥
তস্মিন্ মধুবনে রাজন্! দুর্ঘটং কিং হরিপ্রিয়ে।
বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যন্তে ন ময়াঽধুনা ॥
তস্মিন্ মধুবনে যানি মাহাত্ম্যঞ্চ নৃপোত্তম ॥ ২০০ ॥
অহো মধুবনং দৃষ্টং শ্রুতং বা তৎ সুসেবিতম্।
স্থিতং বা যৈঃ স্মরটিতং ধন্যা স্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ২০১ ॥

---

(১৯৫) হে মহারাজ! সেই স্থলেই ভগবানের বাস, তাঁহার আবির্ভাব এবং বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণের বিশ্রাম হইয়া থাকে। (১৯৬) যে ব্যক্তি সেই মধুবনে গিয়া যমুনার জলে স্নান করে, সে সকল তীর্থেই স্নান করে এবং নিশ্চয়ই সেইজন সকল তীর্থের ফল পায়। (১৯৭) হে রাজন্! সেই মধুবনে ভক্তিযুক্ত তপস্যা ও কেবল স্নান দ্বারাও সকল মানবেরই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (১৯৮) অহো! যে স্থলে বলরাম অনুজ কৃষ্ণের সহিত মনস্বী লোকগণের হিতের জন্য বিবিধ কর্ম্ম (লীলা) করিয়া থাকেন—সেই মধুবনই ধন্য! (১৯৯) এই বনে শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের পুত্র কংসের সহিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সেই কংসাসুর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রেই পবিত্র হইয়া যোগিদের গতি প্রাপ্তি করিয়াছিল। (২০০) হে মহারাজ! হরিপ্রিয় সেই মধুবনে কিছুই দুর্লভ নহে; তত্রত্য তীর্থ সমূহের নাম বলিতেও আমি অসমর্থ। হে রাজন্! সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্য ত বলিতেই পারিব না! (২০১)

এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা নবমীং শুক্লকৌমুদীম্।
সর্বান্ কুলান্ সমাদায় বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২০২ ॥ †
ক্রমতঃ পাদবিন্যাসা যাবন্তঃ সর্বতো দিশঃ।
তাবন্তঃ কুলসম্ভূতাঃ স্বর্গে (সূর্য্যে) তিষ্ঠন্তি শাশ্বতাঃ ॥২০৩

অহো! যে সকল মানব মধুবন দর্শন করিয়াছে, তাহার নাম শ্রবণ করিয়াছে কিম্বা সেবা করিয়াছে, অথবা সেইস্থানে চিরকাল বাস করিয়াছে এবং মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহারাই ধন্য! (২০২) কার্ত্তিকমাসে শুক্লা-নবমীতে এইরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ব্যক্তি সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ণু-লোকে পূজিত হইয়া থাকে। (২০৩) ক্রমে ক্রমে মথুরার সকল দিকে যে পরিমাণে পাদক্ষেপ করা যায়, তাবৎ পরিমিত নিজবংশজাত পূর্ব্বপুরুষগণ নিত্য স্বর্গে বাস করেন। (২০৪) যে ব্যক্তি অন্যদেশে গিয়াও দূর হইতে

---

† বৃন্দাবনীয়পুস্তকেঽধিকঃ—

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং জ্ঞানেন চ কর্ম্মণা।
যেষাং বাসো মধুবনে নাভূন্নৃপ নরাধমাঃ ॥ ১

আদিবারাহে—তত্র মধ্যে তু তৎ স্থানমর্দ্ধচন্দ্রব্যবস্থিতম্।
তত্র বৈ বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২
অর্দ্ধচন্দ্রে তু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তাশ্চৈব ন চান্যথা ॥ ৩
অর্দ্ধচন্দ্রে মৃতা যে চ মম লোকং ব্রজন্তি তে।
অন্যত্র তু মৃতা যে চ অর্দ্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ।
তেঽপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈ র্য্যুতাঃ ॥ ৪
যাবদস্থীন্যর্দ্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবৎ স পাপকর্ত্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৫

অথ কালবিশেষে ফলবিশেষঃ—তত্র কার্ত্তিকস্য শুক্লাষ্টম্যাং—স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
সম্বৎসরান্তোর্জ্জমাসে সিতাষ্টম্যাং প্রযত্নতঃ।
যাত্রাং মধুবনস্যাস্য কুর্ব্বন্তি হি তপোধনাঃ ॥ ৬

তত্র নবম্যাং—আদিবারাহে—
কুমুদস্য তু মাসস্য মথুরায়াং বসুন্ধরে।
নবম্যাং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥ ৭
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রত স্তথা।
মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য সর্ব্ববন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৮

অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যু র্গতকল্মষাঃ ॥ ২০৪ ॥
শ্রুতো যৈস্তু বিদূরস্থৈঃ কৃতযাত্রো নরো নরৈঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ২০৫ ॥
মথুরায়াং নরো গত্বা দৃষ্ট্বা দেবং স্বয়ম্ভুবম্।
প্রদক্ষিণায়াং যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং লভতে হি সঃ ॥ ২০৬ ॥

অথ **জন্মস্থান-মাহাত্ম্যম্**—স্কান্দে—

জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন!
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০৭ ॥

অথ কার্ত্তিকে—পাদ্মে—

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎ প্রবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ॥ ২০৮ ॥

তত্রৈব প্রবোধন্যাম্—একৈবৈকাদশী কৃষ্ণজন্মগেহে কৃতা নরৈঃ।
ততোঽধিকং প্রকর্ত্তব্যং লোকে কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ২০৯ ॥

মথুরা পরিক্রমা করে, সেই লোককেও দর্শন করিয়া অন্যান্য লোকগণ নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়। (২০৫) যে ব্যক্তি মথুরায় বনযাত্রা করিয়াছে, দূর হইতে তাহার কথা শুনিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ হয়। (২০৬) কোন জন মথুরায় গিয়া যদি স্বয়ম্ভু দেবকে দর্শন করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মথুরা-প্রদক্ষিণের পুণ্যলাভ করে।

জন্মস্থান-মাহাত্ম্য।

(২০৭) হে ষড়ানন! যে জন মথুরায় জপ ও উপবাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (২০৮) যে সকল মানব কার্ত্তিক মাসে একবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মগৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা সেই পরম অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকে। (২০৯) যে সকল মানব শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলে একটিমাত্র

রাত্রৌ জাগরণং তত্র প্রীত্যা কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ।
সংসারমোহ-স্বপ্নান্তে সদা জাগ্রতি জাগ্রতি ॥ ২১০ ॥
অন্যত্রাপি প্রিয়া বিষ্ণো র্জাগরে স্যাৎ প্রবোধিনী।
কিং পুন র্ম্মথুরায়াং সা ততো বৈ জন্মসদ্মনি ॥ ২১১ ॥

অথ **শ্রীকেশবস্য মাহাত্ম্যম্**—আদিবারাহে—

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতো যেন মথুরায়াস্তু কেশবঃ ॥ ২১২ ॥
ইহ জন্মকৃতং পাপমন্যজন্মকৃতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্রং কীর্ত্তনে কেশবস্য চ ॥ ২১৩ ॥

তত্রৈব সুপ্তোত্থিত-কেশবস্য দর্শনফলম্—

সুপ্তোত্থিতং হরিং দৃষ্ট্বা মথুরায়াং বসুন্ধরে!
ন তস্য পুনরাবৃত্তি র্জায়তে স চতুর্ভুজঃ ॥ ২১৪ ॥ *

উত্থান একাদশীর ব্রত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই জগতে তাহার অধিকতর কর্ত্তব্য কার্য্য আর হইতে পারে না। (২১০) উত্থান একাদশী-দিনে যে সব জন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে প্রীতিপূর্ব্বক জাগরণ করে, তাহারা সংসাররূপ মোহনিদ্রান্তে সর্বদাই জাগ্রত থাকে। (২১১) মথুরা ব্যতীত অন্যত্রও প্রবোধিনীতে জাগরণ করিলে যখন পুণ্য হয়, তখন মথুরায় বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মগৃহে জাগরণ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কি আর বলা যায়?

শ্রীকেশবদেবের মাহাত্ম্য।

আদিপুরাণে—(২১২) যে জন মথুরায় শ্রীকেশবদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, সে লোকের সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরই প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। (২১৩) ইহ জন্মে এবং অন্যান্য জন্মেও যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পাপ 'কেশব'-কীর্ত্তনে বিনষ্ট হয়। সুপ্তোত্থিত কেশব দর্শনের ফল যথা—(২১৫) হে পৃথিবি! যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে নিদ্রা হইতে

---

* অধিকঃ—সুপ্তোত্থিতন্তু বসুধে দৃষ্টং যৈ মুর্দ্ধপঙ্কজং।
সপ্তজন্ম-কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে॥

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

সুপ্তমুত্থাপ্য গোবিন্দং তন্মুখং সূতিকাগৃহে।
পশ্যন্তি কৃতপুণ্যা যে তেষাং কিং ভাগ্যমুচ্যতে ॥ ২১৫ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে—

ঊর্জস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ২১৬

অথ **শ্রীভগবন্মূর্ত্তীনাং মাহাত্ম্যম্**—আদিবারাহে—

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবম্।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি! সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১৭ ॥

তথা— বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং দৃষ্ট্বা দীর্ঘবিষ্ণুঞ্চ কেশবম্।
সর্বেষাং দর্শনাৎ পুণ্যমেভি দৃষ্টৈঃ ফলং লভেৎ ॥ ২১৮ ॥
উদয়ে মামকং তেজঃ সদা বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকে।
মধ্যাহ্নে মামকং তেজো দীর্ঘবিষ্ণৌ ব্যবস্থিতম্।
কেশবে মামকং তেজো দিনভাগে চতুর্থকে ॥ ২১৯ ॥

উত্থিত কেশবদেবকে দর্শন করে, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না, সে চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হয়। পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে (২১৫) যে পুণ্যবান্ লোকগণ মথুরায় সূতিকাগৃহে নিদ্রিত শ্রীগোবিন্দকে উত্থাপিত করিয়া তাহার মুখদর্শন করে, তাহাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? বিষ্ণুপুরাণে—(২১৬) মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনার জলে স্নান করিয়া শ্রীহরিকে দর্শন করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবন্মূর্ত্তি-দর্শন-মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(২১৭) হে দেবি! মথুরায় একবারমাত্র দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ ও স্বয়ম্ভুদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়। (২১৮) বিশ্রান্তি তীর্থ, দীর্ঘবিষ্ণু ও কেশবদেবকে দর্শন করিলে সকল দেবদেবী-দর্শনের ফললাভ হয়। (২১৯) সূর্য্যোদয়কালে আমার তেজ সর্ব্বদাই বিশ্রান্তিতীর্থে, মধ্যাহ্নকালে দীর্ঘবিষ্ণুতে এবং দিবসের চতুর্থভাগে কেশব-দেবে অবস্থান করে।

অথ **শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাম্**—

একানংশাং ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তদা।
মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২২০ ॥

অথ **ভূতেশ্বরস্য**—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥ ২২১ ॥ *

নির্ব্বাণখণ্ডে—যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেব ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২২২ ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপূরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্ন হি ॥ ২২৩ ॥
মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং ন স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা ॥ ২২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণপরিবারগণের মাহাত্ম্য।

(২২০) তৎপরে একানংশা, যশোদা, দেবকী ও মহাবিদ্যেশ্বরীকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে।

ভূতেশ্বরের মাহাত্ম্য।

(২২১) হে দেব! হে মহাদেব! তুমি মথুরামণ্ডলে ক্ষেত্রপাল হইবে, তোমাকে দর্শন করিলে আমার ক্ষেত্রদর্শন ফললাভ হয়। নির্ব্বাণখণ্ডে—(২২২) মথুরায় ভূতেশ্বরদেব পাপিগণকেও মোক্ষদান করেন; সেই পরম দেব নিত্যই আমার প্রিয়। (২২৩) যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত সেই শিবের অর্চ্চনা না করে, সেই পাপী কিরূপে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? (২২৪) যে সকল লোক ভূতেশ্বরকে স্মরণ, নমস্কার বা স্তব না করে, সেই নরাধমগণ নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মোহিতচিত্ত।

---

* দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনম্। তেন দৃষ্টেন বসুধে! মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ অধিকঃ।

অথ **বিশ্রান্তি-মাহাত্ম্যং**—স্কান্দে—

তত্র তীর্থং মহারাজ! বিশ্রান্তি লোকবিশ্রুতম্।
ভ্রমিত্বা সর্ব্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি সাত্ত্বতাঃ॥ ২২৫ ॥

তত্রৈব বদরীমাহাত্ম্যে—

বিশ্রান্তিতীর্থে বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা তিলোদকম্।
পিতৄনুদ্ধৃত্য নরকাদ্বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥ ২২৬ ॥
যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন পাতকং তত্র মানবঃ।
বিশ্রান্তি-স্নানমাত্রেণ ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ২২৭ ॥

সৌরপুরাণে—ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংঘো-বিনাশনম্।
সংসারমরুসঞ্চার-ক্লেশ-বিশ্রান্তিদং নৃণাম্॥ ২২৮ ॥
তত্র তীর্থে কৃত-স্নানো যোঽর্চ্চয়েদচ্যুতং নরঃ।
স মুক্তো ভব-সন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে॥ ২২৯ ॥

পাদ্মে যমুনা-মাহাত্ম্যে—

কলিন্দ-পর্ব্বতোদ্ভেদে মথুরায়াং তথা পুরি।
প্রত্যঙ্‌মুখ্যাঞ্চ শৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে॥ ২৩০ ॥

বিশ্রান্তিতীর্থের মাহাত্ম্য।

(২২৬) হে মহারাজ! মথুরায় 'বিশ্রান্তি'নামক এক জগদ্বিখ্যাত তীর্থ আছে; সাত্ত্বতগণ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে বিশ্রামসুখ লাভ করেন। (২২৬) বিশ্রান্তি তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। (২২৭) যদি কেহ প্রমাদবশতঃ সেইস্থানে পাপ করে, তাহা হইলে বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। সৌরপুরাণে (২২৮) বিশ্রান্তিতীর্থ সমস্ত পাপনাশক; যে সকল মানব সংসার-মরুতে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লেশ পাইতেছে—এই তীর্থ তাহা-দিগকে বিশ্রামসুখ দান করে। (২২৯) সেই তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি অচ্যুতের পূজা করে, সেই ব্যক্তি সংসার-তাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সে মোক্ষ পাইবার অধিকারী। পাদ্মে যমুনা-মাহাত্ম্যে—(২৩০)

ফলমুত্তরকূলোক্তং তৎকালিন্দ্যাং শতাধিকম্।
তদেব কোটিগুণিতং বিশ্রান্তৌ কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৩১ ॥
আদিবারাহে—বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৩২ ॥
গঙ্গা শতগুণং প্রোক্তং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
কেশ্যাঃ শতগুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রান্তিতো হরিঃ ॥ ২৩২ ॥
তথা—অর্দ্ধচন্দ্রাদ্ বিশেষোঽস্তি তীর্থে বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকে।
দাহাদিকরণে তত্র গর্দ্ধভোঽপি চতুর্ভুজঃ ॥ ॥ ২৩৪ ॥
বাসুদেবো বসেন্নিত্যং তস্মিন্ স্থানে নৃপোত্তম!
বিশ্রান্তিং কুরুতে যেন তেন বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকম্ ॥ ২৩৫ ॥
পুরাণান্তরেঽপি—কল্পকোটিশতেনাপি বিশ্রান্তৌ রোমরোমসু।
ক্ষৌরকর্ম্মণি দাহে চ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২৩৬ ॥

যেস্থানে কলিন্দ পর্ব্বত ভেদ করিয়া যমুনা নির্গত হইয়াছে সেই স্থানে, মথুরাপুরীতে, আদিবরাহ তীর্থে, যেখানে যমুনা পশ্চিমমুখী সেই স্থানে, এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে (২৩১) স্নান করিলে যে ফল হয়, যমুনার উত্তরকূলে স্নান করিলে তাহার কোটিগুণ ফল হয়—ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। আদিবারাহে—(২৩২) ভগবান্ বলিলেন—হে পৃথিবি! ত্রিভুবন-মধ্যে বিশ্রান্তিতীর্থ অতীব দুর্ল্লভ। সেই তীর্থে স্নান করিলে আমার লোকে পূজিত হয়। (২৩৩) যেস্থানে কেশীদৈত্য নিহত হইয়াছিল, সেইস্থান গঙ্গার শতগুণ বলিয়া কথিত, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংস বিনাশ করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রান্তিতীর্থ কেশিতীর্থ হইতেও শতগুণফল প্রদান করেন। (২৩৪) অর্দ্ধচন্দ্র তীর্থ অপেক্ষা বিশ্রান্তিতীর্থে,বিশেষ আছে, তাহা এই যে বিশ্রান্তিতীর্থে দাহাদি করিলে গর্দ্দভও চতুর্ভুজ হয়। (২৩৫) হে মহারাজ! এইস্থানে বাসুদেব নিত্যই বাস করিয়া থাকেন, তিনি সেইস্থানে বিশ্রাম করেন বলিয়াই ঐ স্থানের নাম বিশ্রান্তি তীর্থ। (২৩৬) বিশ্রান্তিতীর্থে প্রত্যেক রোমের ক্ষৌরকার্য্য করিলে এবং দাহকার্য্য করিলে শতকোটিকল্পেও আর পুনর্জন্ম হয় না।

অথ **গতশ্রমদেব**-মাহাত্ম্যম্—(আদিবারাহে)

সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি! দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্॥ ২৩৭॥
কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভীরু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ২৩৮॥

অথার্দ্ধচন্দ্রস্থিতানি যমুনাতীর্থানি চতুর্বিংশতিঃ—

আদিবারাহে—অবিমুক্তে নরঃ স্নাত্বা মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম।
তত্রাথ মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥ ২৩৯॥
বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাত্বা নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥ ২৪০॥
অস্তি চান্যতরং 'গুহ্যং' সর্বসংসার-মোক্ষণম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥২৪১॥
প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥২৪২॥

গতশ্রমদেবের মাহাত্ম্য।

(২৩৭) হে দেবি! সকল তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, গতশ্রমদেবকে দর্শন করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৩৮) হে বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি ত্রিকালই গতশ্রমদেবকে দর্শন করে এবং প্রদক্ষিণ করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত চব্বিশতীর্থ-মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(২৩৯) 'অবিমুক্ত' তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি কেহ সেইস্থলে প্রাণত্যাগ করে, তবে সেই ব্যক্তি আমার লোকে গমন করে। (২৪০) ত্রিভুবন-বিখ্যাত 'বিশ্রান্তি' তীর্থে স্নান করিলে আমার লোকে পূজিত হয়। (২৪১) 'গুহ্য' নামে অন্যতর তীর্থটি সংসারনাশন, তথায় স্নান করিলে আমার লোকে পূজিত হয়। (২৪২) 'প্রয়াগ' নামক তীর্থ দেবতাদেরও দুর্ল্লভ, ঐস্থানে স্নান

সৌরপুরাণে—তত স্তীর্থং প্রয়াগাখ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
পিতৃভ্য স্তত্র যদ্দত্তং তদক্ষয়তরং ভবেৎ ॥ ২৪৩ ॥
তত্তীর্থং সেবমানস্য কৃষ্ণঞ্চ জগতাং গুরুম্ ।
নিঃসংশয়ং মনুষ্যস্য ন পুনর্জন্ম-সম্ভবঃ ॥ ২৪৪ ॥

আদিবারাহে—তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যং তীর্থং পরং মম ।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥ ২৪৫ ॥
অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ ।
তস্মিন্ স্নাত্বা নরো দেবি ! মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৪৬॥
ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্বপাপ-প্রণাশনম্ ।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্য স্বারাধিতঃ পুরা ॥ ২৪৭ ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি ! রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ২৪৮॥

সৌরপুরাণে—ততঃ পরং বটস্বামি তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্ ।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥ ২৪৯ ॥

করিলে মানব অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করে। সৌরপুরাণে (২৪৩) তৎপরে 'প্রয়াগ'নামে এক পবিত্র পাপনাশন তীর্থ আছে, এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। (২৪৪) যে মানব সেই প্রয়াগ তীর্থ ও জগদ্গুরু কৃষ্ণের সেবা করে, তাহার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই। (২৪৫) আদিবারাহে—তৎপরে 'কনখল' তীর্থ আমাকর্তৃক গোপনীয় হইয়াছে ; এই তীর্থে স্নান করা মাত্রই মানবগণ স্বর্গে গমন করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। (২৪৬) হে দেবি ! 'তিন্দুক' নামে এক প্রসিদ্ধ পরমগোপনীয় পুণ্যক্ষেত্র আছে ; সেই স্থানে স্নান করিলে মানব আমার লোকে পূজিত হয়। (২৪৭) তাহার পর 'সূর্য্যতীর্থ', এই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এই কারণে বিরোচনের পুত্র বলিরাজা এইস্থানে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে দেবি ! রবিবারে, সংক্রান্তি দিনে বা চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এই সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে মানব রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সৌরপুরাণে (২৪৯) তাহার পর

তত্তীর্থঞ্চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যমন্তে চ গতিমুত্তমাম্ ॥ ২৫০ ॥
আদিবারাহে—যত্র ধ্রুবেণ সংতপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ ॥
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥ ২৫১ ॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে! যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৄন্ সংতারয়তে সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥ ২৫২ ॥
সৌরপুরাণে—ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থং মুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানবতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫৩ ॥
স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানাদ্ ধ্রুবস্য চ ॥ ২৫৪ ॥
ধ্রুবতীর্থে জপো হোম স্তপো দানং সুরার্চ্চনম্। *
সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং লভেৎ ॥ ২৫৫ ॥
আদিবারাহ-পুরাণে—দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্।

'বটস্বামিতীর্থ' আছে, ইহা সকল তীর্থ হইতে উত্তম; এই স্থানে সূর্য্য 'বটস্বামী' নামে বিখ্যাত। (২৫০) যে ব্যক্তি রবিবারে ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থের সেবা করে, সেই ব্যক্তি আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অন্তে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। আদিবারাহে—(২৫১) যেস্থলে ধ্রুব ইচ্ছাক্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্রই ধ্রুবলোকে পূজিত হয়। (২৫২) হে পৃথিবি! যে মানব 'ধ্রুবতীর্থে' বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া থাকে। সৌরপুরাণে—(২৫৩) তাহার পর ধ্রুব-তীর্থ নামে বিখ্যাত প্রধান এক তীর্থ আছে; যে এই তীর্থে স্নান করে, নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষ লাভ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কান্দে মথুরা খণ্ডে—(২৫৪) গয়ায় পিণ্ড দান করিলে মানবগণের যে ফল হয়, ধ্রুবতীর্থে পিণ্ডদান করিলে তাহার শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৫৫) ধ্রুব-তীর্থে জপ, হোম, তপস্যা, দান এবং দেবপূজা করিলে অন্যান্য সমস্ত তীর্থ হইতে শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। (২৫৬) আদিবারাহে—ধ্রুবতীর্থের

---

* সমর্চ্চনং।

তত্র স্নাতো নরো দেবি! মমলোকে মহীয়তে॥ ২৫৬॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্।

স্নানমাত্রেণ ভূপাল! হরৌ ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥ ২৫৭॥

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে!

স্নানমাত্রেণ বসুধে মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ২৫৮॥

আদিবারাহে—তত্রৈব কোটিতীর্থন্তু দেবানামপি দুর্ল্লভম্।

তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে॥ ২৫৯॥

তত্রৈব বোধিতীর্থং হি পিতৄণামতিদুর্ল্লভম্।

পিণ্ডান্ দত্ত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি॥ ২৬০॥

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানি চ।

তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৬১॥

উত্তরে ত্বসিকুণ্ডস্য তীর্থন্তু নরসংজ্ঞকম্।

নরতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ২৬২॥

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।

তত্র স্নাতো নরো দেবি! মম লোকং স গচ্ছতি॥ ২৬৩॥

দক্ষিণে 'ঋষিতীর্থ' নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে। (২৫৭) হে মহারাজ! সেই মধুবনে ঋষিতীর্থ পবিত্র ও হরির প্রিয়। এই তীর্থে স্নান করামাত্র হরিতে পরমা ভক্তি হয়। (২৫৮) হে পৃথ্বি! ঋষিতীর্থের দক্ষিণে 'মোক্ষতীর্থ', এই তীর্থে স্নান করামাত্র মানুষ মোক্ষ লাভ করে। আদিবারাহে—(২৫৯) সেই স্থানেই 'কোটীতীর্থ' নামে এক তীর্থ আছে; তাহা দেবগণেরও দুর্ল্লভ। সেই তীর্থে স্নান ও দান করিলে আমার লোকে পূজিত হয়। (২৬০) সেই স্থানেই আবার 'বোধিতীর্থ' নামক তীর্থ আছে, উহা পিতৃলোকের অতীব দুর্ল্লভ; এই তীর্থে পিণ্ড দান করিলে সে ব্যক্তি পিতৃলোকে গমন করে। (২৬১) এই বারটী তীর্থ দেবগণেরও দুর্ল্লভ; তাহাদের স্মরণ করামাত্র মানবগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (২৬২) অসিকুণ্ডের উত্তরদিকে 'নর' নামক তীর্থ আছে; নরতীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ কখনও হয় নাই বা হইবেও না। (২৬৩) হে দেবি! তৎপর ত্রিভুবন-

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৬৪ ॥
অতঃপরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতা স্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥ ২৬৫ ॥
ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপ-প্রমোচনম্।
যত্র স্নাতো নরো দেবি! সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ২৬৬ ॥
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেতি বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযতো নিয়তাশনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৬৭ ॥
সোমতীর্থে তু বসুধে! পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বস্বকর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।
মোদতে সোমলোকে তু স এব নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬৮ ॥
সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি! অবর্ণোঽপি যতি র্ভবেৎ ॥ ২৬৯ ॥

বিখ্যাত-'সংযমন' তীর্থ; সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আমার লোকে গমন করে। (২৬৪) তৎপর 'ধারাপতনক' তীর্থ, যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করে, সে স্বর্গলোকে আনন্দে বাস করিয়া থাকে এবং যে ইহাতে প্রাণত্যাগ করে, সেই লোক আমার লোকে গমন করে। (২৬৫) ইহার পরে 'নাগতীর্থ', এই তীর্থ সর্ব্বোত্তম, ইহাতে স্নান করিলে মানবগণ স্বর্গে যায় এবং মৃত্যু হইলে তাহাদের আর জন্ম হয় না। (২৬৬) তৎপরে 'ঘণ্টাভরণক' নামক সর্ব্বপাপনাশন তীর্থ, ইহাতে স্নান করিলে মানুষ সূর্য্য-লোকে পূজিত হয়। (২৬৭) 'ব্রহ্মলোক' নামক তীর্থটি সকল তীর্থের সার; যে জন ইহাতে সংযতচিত্তে ও নিয়মিতভোজী হইয়া স্নান করে ও তাহার জল পান করে, সে ব্রহ্মার আজ্ঞা-লাভে বিষ্ণুলোকে গমন করে। (২৬৮) হে বসুধে! এই 'সোমতীর্থে' পবিত্র যমুনার জলে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিষেক করিলে সোমলোকে আনন্দিত হইয়া থাকে—ইহাতে সন্দেহ নাই। (২৬৯) তৎপরে 'সরস্বতীপতন' নামে তীর্থ, ইনি সর্ব্বপাপনাশন, ইহাতে স্নান করিলে শূদ্রাদি দুর্ব্বর্ণও যতি বা সন্ন্যাসীর

চক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
য স্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৭০ ॥

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তা স্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ ॥ ২৭১ ॥

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতঞ্চ মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥ ২৭২ ॥

ততশ্চ কোটিতীর্থন্তু পবিত্রং পরমং শুভম্।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ কোটি গোদানজং ফলম্ * ॥ ২৭৩ ॥

মথুরাখণ্ডমতে তু বিশ্রান্তিং বিনা চতুর্বিংশতিত্বম্—তথাহি ॥২৭৪॥

চতুর্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।
দশাশ্বমেধ-পর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ২৭৫ ॥

ন্যায় পূজ্য হয়েন। (২৭০) আমার মথুরামণ্ডলে 'চক্রতীর্থ' নামে তীর্থ আছে; যে লোক ইহাতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করে, স্নান মাত্রই সেই লোক ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (২৭১) পুরাকালে মুনিগণ সর্ব্বদাই 'দশাশ্বমেধ' তীর্থের পূজা করিতেন; যাহারা সেই তীর্থে সংযতচিত্তে স্নান করে, তাহাদের পক্ষে স্বর্গলাভ দুর্লভ নহে। (২৭২) তৎপরে 'বিঘ্নরাজ' তীর্থ আছে, ইহা পুণ্যজনক ও পাপ-নাশক, এই তীর্থে স্নান করিলে তাহাকে আর বিঘ্নরাজ কখন পীড়া দেন না। (২৭৩) তৎপরে 'কোটিতীর্থ' পরম পবিত্র ও শুভ, ইহাতে স্নান করিলেই কোটি গোদানের ফল লাভ হয়। (২৭৪) মথুরাখণ্ড মতে বিশ্রান্তিতীর্থ ব্যতীত ২৪টি তীর্থ, এস্থানেও তাহাই জানিবে। (২৭৫) হে যুধিষ্ঠির! সেই তীর্থের দক্ষিণে ও উত্তরে দশাশ্বমেধ হইতে মোক্ষতীর্থ পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থ বিরাজমান।

* গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ।

অথাত্রত্য-পরমপ্রসিদ্ধতীর্থানাং মাহাত্ম্যং—

তত্র **গোকর্ণস্য** যথা সৌরপুরাণে—

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ত্রিভুবনশ্রুতম্।
বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্॥ ২৭৬॥

কৃষ্ণগঙ্গায়াঃ—আদিবারাহে—

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
কৃষ্ণগঙ্গা দশগুণং দিশতে তু দিনে দিনে॥ ২৭৭॥

বৈকুণ্ঠতীর্থস্য—

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি॥ ২৭৮॥

অসিকুণ্ডস্য—

একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা।
বামনা চ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা॥ ২৭৯॥
এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসি-সংজ্ঞকে।
চতুঃসাগর-পর্য্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবম্।
তীর্থানাং মাথুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং ফলমশ্নুতে॥ ২৮০॥ †

অন্যান্য প্রসিদ্ধতীর্থের মাহাত্ম্য।

গোকর্ণ তীর্থের মহিমা—(২৭৬) অনন্তর গোকর্ণ তীর্থ নামে এক ত্রিলোক-খ্যাত তীর্থ আছে, এই তীর্থ বিশ্বনাথ বিষ্ণুরও অত্যন্ত দুর্লভ। (২৭৭) **কৃষ্ণগঙ্গা**—মানব পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করে, কৃষ্ণগঙ্গা তদপেক্ষা দশগুণ ফল দান করেন। (২৭৮) **বৈকুণ্ঠতীর্থ**—যে বৈকুণ্ঠতীর্থে স্নান করে, সেই লোক সকল প্রকার পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। (২৭৯-২৮০) **অসিকুণ্ড**—যে অসিকুণ্ডে স্নান করিয়া বরাহ, নারায়ণ, বামন ও লাঙ্গল এই চারি মূর্ত্তিকে দর্শন করে, তাহার চতুঃসাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভ্রমণ করা হয় এবং সেই লোক মথুরাস্থিত সকলতীর্থেরই ফলভাগী হইয়া থাকে।

---

† চতুঃসামুদ্রিকং নাম কূপং লোকেষু বিশ্রুতং।
তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে॥ অধিকমিতি

অথ **কালিন্দী**-মাহাত্ম্যং—আদিবারাহে—

গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি! নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৮১॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমাঽনঘে।
যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥২৮২॥
যমুনা-সলিলে স্নাতঃ শুচি র্ভূত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥২৮৩॥

বারাহে—নদী তত্র বরারোহে! শুভা পুণ্যোজ্জ্বলোদকা।
বিবস্বতঃ সুতা পুণ্যা যমুনা বৈ ভবিষ্যতি ॥ ২৮৪ ॥
সা প্রয়াগে তু সুশ্রোণি! ব্রহ্মক্ষেত্রে মহাযশাঃ।
সমেষ্যতি ন সন্দেহো গঙ্গায়া স্তদনন্তরম্ ॥ ২৮৫ ॥

মাৎস্যে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে—

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির!
কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ২৮৬ ॥
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুণাত্যাসপ্তমং কুলম্।

কালিন্দী-মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(২৮১) হে দেবি! আমার মথুরামণ্ডলস্থ যমুনা—গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণ বিখ্যাত, ইহাতে তর্ক করিবে না। (২৮২) হে অনঘে! তাহাতে আমাকর্ত্তৃক সমস্ত তীর্থই সুরক্ষিত আছে; সেই সকল তীর্থে যে স্নান করে, সেইলোক আমার ধামে পূজ্য হয়। (২৮৩) যমুনার জলে স্নান করতঃ পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্যক্‌রূপে বিষ্ণুপূজা করিলে পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। (২৮৪) হে সুন্দরি! সেই মথুরাপুরে সূর্য্যনন্দিনী শুভ-কারিণী, পবিত্রতাবিধায়িনী যমুনা নদী হইবে; তাহার জল পবিত্র ও স্বচ্ছ। (২৮৫) পরে সেই মহাযশাঃ যমুনা ব্রহ্মক্ষেত্র প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইবে, সন্দেহ নাই। (২৮৬) মৎস্যপুরাণে—হে যুধিষ্ঠির! সেই যমুনায় স্নান করিয়া ও তাহার জলপান করিয়া আমার নামকীর্ত্তন করিলে পুণ্যলাভ হয় এবং আমাকে দর্শন করিলে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। (২৮৭) যমুনাজলে অবগাহন করিলে, তাহা পান করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র

প্রাণাংস্ত্যজতি য স্তত্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥২৮৭॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—যত্র ক্বচন কালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।

অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে ॥ ২৮৮ ॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—

রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্‌গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্।
পাবনায়াস্য জগতঃ সরিদ্ ভূত্বা সসার হ ॥ ২৮৯ ॥

তথা— পাতকী পাতকান্মুক্তঃ পুণ্যাঢ্যঃ স্যাদপাতকী।
ফলাভিসন্ধিরহিতঃ কালিন্দ্যামেব মুচ্যতে ॥ ২৯০ ॥
স্নানাদি-কর্ম কালিন্দ্যাং যেন কেনাপি যৎ কৃতম্।
যথাবদযথাবদ্ বা তৎ সাধু ফলবদ্ ভবেৎ ॥ ২৯১ ॥
বিশেষ এব কালিন্দ্যাং মৃতে যাতি হরেঃ পদম্।
মথুরাসঙ্গতায়াস্তু হরিরেব ভবেন্নরঃ ॥ ২৯২ ॥

তত্রৈব হরগৌরী-সম্বাদে—

ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে কাশ্যাঞ্চ মরণে নরাঃ।
অথবা স্নানমাত্রেণ কৃষ্ণায়াং কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ২৯৩ ॥

হয়। আর যে যমুনাজলে প্রাণত্যাগ করে, সেই লোক পরমগতি প্রাপ্ত হয়। (২৮৮) হে মহারাজ! যমুনাকূলে যে কোন স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গে আনন্দ পায়। (২৮৯) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ যে রস—পরম আধার, যাহা উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই রসই সাক্ষাৎ যমুনা। সেই রস জগৎ পবিত্র করিবার জন্য যমুনারূপে প্রসারিত হইয়াছে। যমুনায় পাতকী পাতক হইতে মুক্ত, নিষ্পাপ ব্যক্তি পুণ্যাঢ্য এবং ফলাভিসন্ধিরহিত জন মুক্তি প্রাপ্ত হয়। (২৯১) যে কোনও ব্যক্তি যমুনায় যদি যথাবিধি বা অবিধি পূর্ব্বকও স্নানাদি যাহা কিছু করে, তাহার ফল উত্তমই হইবে। (২৯২) বিশেষ কথা এই যে কালিন্দীতে মৃত্যু হইলে হরিপদ প্রাপ্তি হয়; আর যেস্থলে যমুনা মথুরার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে মৃত্যু হইলে ত মানব সাক্ষাৎ বিষ্ণুই হইয়া থাকে। পাদ্মে হর-

যমুনা-জলকল্লোলে ক্রীড়তে দেবকীসুতঃ।
তত্র স্নাত্বা মহাদেবি! সর্বতীর্থফলং লভেৎ॥ ২৯৪॥
অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥২৮৫॥

তত্রৈব নির্ব্বাণখণ্ডে—
চিদানন্দময়ী সাক্ষাদ্ যমুনা যমভীতিনুৎ॥ ২৯৬॥

কালবিশেষে তত্র স্নানাদিফলম্—আদিবারাহে—
জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যোঽসৌ পিণ্ডনির্ব্বাপং যমুনায়াং করিষ্যতি॥ ২৯৭॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—যমুনা-সলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম!
জ্যেষ্ঠামূলেঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ॥ ২৯৮॥
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ যমুনায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যধিকজং ফলম্॥ ২৯৯॥

গৌরী সংবাদে—(২৯৩) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বা কাশীতে মৃত্যু হইলে কিম্বা যমুনায় শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে স্নানমাত্রেই মুক্ত হইয়া থাকে। (২৯৪) হে মহাদেবি! যে যমুনাজলে দেবকীনন্দন ক্রীড়া করিয়াছেন—সেই যমুনার স্নান করিলে সকলতীর্থের ফললাভ হয়। (২৯৫) কংসহা কৃষ্ণ গো, গোপ ও গোপীগণ সঙ্গে যে জলে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই যমুনাজল যে জন পান করিল না; হায়! তাহার কি দুর্ভাগ্য!! (২৯৬) যমুনা নদী সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী এবং যমভয়-নিবারিণী।

কাল-বিশেষে যমুনায় স্নান-মাহাত্ম্য।

(২৯৭) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া যে পিণ্ডদান করে, সেই জনই ধন্য। (২৯৮) হে মুনিবর! যে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাদ্বাদশীতে জ্যেষ্ঠা বা মূলা নক্ষত্রে উপবাস করিয়া স্নান করে, (২৯৯) এবং সংযতচিত্তে যথাবিধি যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণপূজা করে, তাহার অশ্বমেধ

তত্রৈব পিতৃণাং বাক্যম্—

কশ্চিদস্মৎকুলে জাতঃ কালিন্দীসলিলাপ্লুতঃ॥
অর্চ্চয়িষ্যতি গোবিন্দং মথুরায়ামুপোষিতঃ॥ ৩০০ ॥
জ্যেষ্ঠামূলেঽমলে পক্ষে যেনৈব বয়মপ্যুত!
পরামৃদ্ধিমবাপ্স্যাম স্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ॥ ৩০১ ॥
জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যোঽসৌ পিণ্ড-নির্ব্বাপং যমুনায়াং করিষ্যতি॥ ৩০২ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—জ্যেষ্ঠামূলাসিতে পক্ষে সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যানাং কুলজঃ পিণ্ডান্ যমুনায়াং প্রদাস্যতি॥ ৩০৩ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—জ্যৈষ্ঠে মাসি পৌর্ণমাস্যাং মূলর্ক্ষে প্রযতো নরঃ।
স্নাত্বা চ যমুনায়াং বৈ মথুরায়ামুপোষিতঃ॥ ৩০৪ ॥
অভ্যর্চ্চ্য বিধিনা বিষ্ণুং যৎ ফলং লভতে দ্বিজাঃ!
তৎ প্রবক্ষ্যামি বঃ সম্যক্ শৃণুধ্বং গদতো মম॥ ৩০৫ ॥
জন্মাযুতার্জ্জিতৈঃ পাপৈ র্মুক্তঃ কোটিকুলান্বিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমুচ্যতে॥ ৩০৬ ॥

যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফললাভ হয়। (৩০০) পিতৃলোকগণের বাক্য—কোন এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মথুরামণ্ডলে উপবাস ও যমুনার জলে স্নান করিয়া গোবিন্দের অর্চ্চনা করিবে। (৩০১) অহো! জ্যৈষ্ঠে শুক্লপক্ষে জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে আমাদের বংশজাত যে সকল লোক আমাদিগকে যমুনাজলে পিণ্ডদানাদি দ্বারা উদ্ধার করিবে, আমরাও তাহাদের কল্যাণে পরম সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব!! (৩০২) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল-দ্বাদশীতে যমুনাতীরে বিষ্ণুপূজা করিয়া যে পিণ্ডদান করিবে, সেই লোকই ধন্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—(৩০৩) যাহারা ভাগ্যবান্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষে জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রে তাহারাই যমুনাতটে বিষ্ণুপূজা করিয়া পিতৃলোককে পিণ্ডদান করে। (৩০৪) বৃহন্নারদীয়ে—হে ব্রাহ্মণগণ, জ্যৈষ্ঠ-মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মূলা নক্ষত্রে মানব সংযতচিত্তে মথুরায় উপবাস করিয়া—যমুনা-স্নান (৩০৫) এবং যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। (৩০৬) সেই-

পদ্মপুরাণে—সংক্রান্তৌ রবিবারে চ সপ্তম্যাং বৈধৃতৌ তথা।
ব্যতিপাতে চ হস্তর্ক্ষে ত্বাষ্ট্রে পৌষ্ণে পুনর্বসৌ ॥ ৩০৭ ॥
একাদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাঞ্চ বিধুক্ষয়ে।
পৌর্ণমাস্যাঞ্চ পূর্বোক্তং ফলং শতগুণং ভবেৎ ॥ ৩০৮ ॥
তদেব কোটিগুণিতং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দ্বাদশ্যামর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুমেকাদশ্যামুপোষ্য যঃ।
কালিন্দ্যাং তস্য সুলভং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩০৯॥ *

অথ **মাথুরব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যম্**—আদিবারাহে—
অনৃচো মাথুরো যশ্চ চতুর্বেদ স্তথা পরঃ।
চতুর্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্ দ্বিজম্ ॥ ৩১০ ॥
কৃষীবলো দুরাচারো ধর্ম্মমার্গ-পরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোঽপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্ ॥ ৩১১ ॥

ব্যক্তি দশ হাজার বৎসরে যে পাপরাশি অর্জন করিয়াছে, সেইসকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং কোটি কুলের সহিত ব্রহ্মপদ লাভে সেইস্থানেই মুক্ত হয়। পদ্মপুরাণে (৩০৭) সংক্রান্তি, রবিবার, সপ্তমী, বৈধৃতি ও ব্যতিপাত-যোগ, হস্তা, চিত্রা, রেবতী ও পুনর্বসু নক্ষত্রে (৩০৮) একাদশী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বোক্ত ফলের শতগুণ হইয়া থাকে। (৩০৯) চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে সেই ফল আবার কোটিগুণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যমুনাতীরে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণু-পূজা করে, তাহার পক্ষে বিষ্ণুধাম লাভ করা অতি সুলভ।

মাথুর ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(৩১০) মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য এবং অপর ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদপরায়ণ হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। (৩১১) কৃষক, দুরাচার, এবং ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইলেও মাথুর

---

* 'খ' পুস্তকেঽধিকঃ—যথা স্পর্শমণিস্পর্শাল্লোহং যাতি সুবর্ণতাং।
তথা কৃষ্ণজল-স্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাং ॥ স্কান্দে—

মাথুরাণাঞ্চ যদ্রূপং তদ্রূপং মে বসুন্ধরে!
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটি র্ভবতি ভোজিতাঃ ॥৩১২
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১৩ ॥
ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥ ৩১৪ ॥

অথ **মথুরাবাসি-মাহাত্ম্যম্**—আদিবারাহে—

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩১৫ ॥
য স্তত্র নিবসেদ্দেবি! সংযতো হি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ুভক্ষসমো হি সঃ ॥ ৩১৬ ॥
মথুরায়াং মহাপুর্য্যাং যে বসন্ত্যশুচিব্রতাঃ।
বলিভিক্ষা-প্রদাতারো দেবা স্তে নরবিগ্রহাঃ ॥ ৩১৭ ॥

বিপ্র পূজনীয়, যেহেতু মাথুরব্রাহ্মণ আমারই রূপধারী। (৩১২) হে বসুধে! মাথুর ব্রাহ্মণদের যে রূপ, সেরূপ আমারই; অতএব একজন মাথুর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। (৩১৩) মাথুর বিপ্রই আমার পূজনীয়, মাথুর দ্বিজই আমার প্রিয় পাত্র। অতএব মাথুর ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলে আমিও তুষ্ট হইয়া থাকি—ইহাতে সন্দেহ নাই। (৩১৪) যে স্থানে মথুরাবাসিগণ অবস্থান করেন, সেইসকল স্থানই পুণ্যতীর্থ, দেবালয়সদৃশ এবং সর্ব্বমঙ্গল-নিধান হয়।

মথুরাবাসির মাহাত্ম্য।

(৩১৫) মথুরায় যে অন্যান্য লোকসমূহ বাস করে, তাহারাও আমার প্রসাদে পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে—সন্দেহ নাই। (৩১৭) যে সংযত-চিত্ত লোক তথায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবং প্রতিদিন তিনবার ভোজন করিয়াও মথুরায় বাস করে, সে ব্যক্তিও বায়ু-সেবনকারির তুল্য হয়। (৩১৭) যাহারা অশুচিব্রত হইয়াও মথুরামণ্ডলে বাস, এবং বলি (পূজা)

মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্বে তে মুক্তিভাজনাঃ।
অপি কীটঃ পতঙ্গো বা তির্য্যগ্‌যোনিগতোঽপি বা ॥৩১৮

তিষ্ঠেদ্ যুগসহস্রন্তু পাদেনৈকেন যঃ পুমান্।
তস্যাধিকং ভবেৎ পুণ্যং মথুরায়াং নিবাসিনঃ ॥ ৩১৯ ॥

পরদার-রতা যে চ যে নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।
মথুরাবাসিনঃ সর্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥ ৩২০ ॥

সিদ্ধা ভূতগণাঃ সর্বে যে চ দেবগণা ভুবি।
মথুরাবাসিনো লোকাং স্তে পশ্যন্তি চতুর্ভুজান্ ॥ ৩২১ ॥

মথুরায়াং যে বসন্তি বিষ্ণুরূপা হি তে খলু।
অজ্ঞানা স্তান্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ৩২২ ॥

মথুরায়াং পুরে যস্তু প্রাসাদং পুরবাসিনাম্।
কারয়িত্বা তু মনুজো জায়তে স চতুর্ভুজঃ ॥ ৩২৩ ॥

স্কান্দে—মথুরাবাসিনো লোকান্ মনসাপি দ্বিষন্তি যে।
ন জাতু ভবিতা তেষাং বিরহো নিরয়ৈঃ সহ ॥ ৩২৪ ॥

ও ভিক্ষা দান করে, তাহারা নররূপধারী দেবতাই বটে। (৩১৮) মথুরাবাসী কীটই হউক, কি পতঙ্গই হউক, অথবা তির্য্যগযোনিজাত যে কিছুই হউক না কেন—তাহারা সকলেই মুক্ত। (৩১৯) সহস্রযুগ-পর্য্যন্ত এক পদে অবস্থান করিয়া তপস্যাকারির পুণ্য অপেক্ষাও মথুরাবাসির পুণ্য অধিকতর। (৩২০) মথুরাবাসিগণ পরদাররত ও অজিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহারা সকলেই নরাকৃতি দেবতাই। (৩২১) ভূতলে যে সকল সিদ্ধ, ভূত ও দেবগণ আছেন, তাঁহারা মথুরাবাসিদিগকে চতুর্ভুজ দর্শন করেন। (৩২২) যাহারা মথুরামণ্ডলে বাস করে, তাহারা বিষ্ণুরূপী; অজ্ঞানতাবশতঃ লোক তাহা দেখিতে না পাইলেও যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাঁহারা উহাদিগকে বিষ্ণুরূপী দর্শন করেন। (৩২৩) যে প্রাচীনকালে মথুরায় তত্রত্য অধিবাসিদিগের জন্য প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছেন, সেই লোকও চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৩২৪) যাহারা মনে মনেও মথুরাবাসিদিগকে দ্বেষ করে,

মথুরাবাসিনাং কুর্ব্বন্ত্যপকারান্ মনাগপি।
যে লোকা নাস্তি তেষাং হি পুণ্যস্যান্তঃ কদাচন ॥ ৩২৫ ॥
পাদ্মে পাতালখণ্ডে—ধন্যা মাথুরবাসা স্তে বসন্তি হরি-সন্নিধৌ।
চতুর্ব্বর্ণবরঃ সোঽয়ং পিবতে যমুনাজলম্ ॥ ৩২৬ ॥
শ্বপচাঃ পাবনা স্তেঽত্র বসন্তি মথুরাপুরে।
অন্যদেশস্থ-বিপ্রাণাং মথুরাবাসিনোঽধিকাঃ ॥ ৩২৭ ॥
তত্রৈব নির্ব্বাণখণ্ডে—
মথুরাবাসিনো ধন্যা মান্যা অপি দিবৌকসাম্।
অগণ্যমহিমান স্তে সর্ব এব চতুর্ভুজাঃ ॥ ৩২৮ ॥
মথুরাবাসিনাং যে তু দোষং পশ্যন্তি মানবাঃ।
তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যু-সহস্রদম্ ॥ ৩২৯ ॥ *
তত্রাদিবারাহ-মতং মধুবনং পুরাণ্ডিরপ্যস্তীতি। তথাহি—
তেন দৃষ্টা চ সা রম্যা বাসবস্য পুরী যথা।
বনৈ র্দ্বাদশভি র্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥ ৩৩০ ॥

তাহারা চিরকালই নরকে বাস করে। (৩২৫) যাহারা মথুরাবাসিদিগের অত্যল্পমাত্রও উপকার করে, তাহাদের কখনও পুণ্য ক্ষয় হয় না। (৩২৬) শ্রীহরির সন্নিধানে মথুরায় যাহারা বাস করে, তাহারাই ধন্য এবং যে যমুনা জল পান করে, সেই ব্যক্তিও চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৩২৭) মথুরাবাসী চণ্ডাল হইলেও পবিত্র; অন্যদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হইতেও মথুরাবাসিগণ শ্রেষ্ঠ। (৩২৮) মথুরাবাসিগণ ধন্য ও দেবতাদিগেরও মাননীয়, ইহাঁদের মহিমা অগণ্য এবং ইহাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ। (৩২৯) যে মানবগণ মথুরাবাসিদের দোষ দর্শন করে, তাহারা নিজেদের সহস্র সহস্র জন্মমৃত্যুদায়ক দোষকে দেখিতে পাইতেছে না।

দ্বাদশবন-মাহাত্ম্য।

আদিবরাহ পুরাণের মতে মহাপ্রলয়ের জলেও মধুবন বিদ্যমান ছিল। (৩৩০) যে ব্যক্তি দ্বাদশবনযুক্ত পবিত্র, পাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী

---

* ইতঃ ৪৩৯ শ্লোক পর্য্যন্তং 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

অথ **দ্বাদশবনানাং মাহাত্ম্যং**, তত্র **মধুবনস্য**—

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্‌।
যদ্‌ দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি! সর্বান্‌ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩১ ॥

তালবনস্য—আদিবারাহে

বনং তালবনাখ্যঞ্চ দ্বিতীয়ং বনমুত্তমম্‌।
যত্র স্নাত্বা নরো দেবি! কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥ ৩৩২ ॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপল-বিভূষিতম্‌।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩৩ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈ র্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥ ৩৩৪ ॥
য স্তত্র কুরুতে স্নানং যত্র কুত্র স্থিতে জলে।
যাদবত্বমবাপ্নোতি দেহান্তে দেবদর্শনং ॥ ৩৩৫ ॥

কুমুদবনস্যাদিবারাহে—

বনং কুমুদবনাখ্যঞ্চ তৃতীয়মুত্তমং পরম্‌।
তত্র গত্বা নরো দেবি! কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥ ৩৩৬ ॥

মথুরাপুরী দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পরম রমণীয় ইন্দ্রালয় দর্শন করিয়াছে। **মধুবন**—(৩৩১) 'মধুবন' নামে রমণীয় বিষ্ণুস্থান অত্যুত্তম। এই বন দর্শন করিলে লোকের সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। **তালবন**—(৩৩২) 'তালবন' নামক দ্বিতীয় বন অতি উত্তম। এই স্থানে স্নান করিলে মানব কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। (৩৩৩) সেই তালবনে স্বচ্ছজলবিশিষ্ট নীলপদ্ম-সুশোভিত একটি কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে স্নান ও দান করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৩৩৪) যে স্থানে যাদবদিগের হিতের নিমিত্ত ও নিজের ক্রীড়ার জন্য তালসমূহ দ্বারাই অসুর নিহত হইয়াছিল,—অহো! সেই তালবন পুণ্যজনক। (৩৩৫) যে সেই বনের যে কোন স্থানস্থিত জলে স্নান করে, সেই লোক যাদবত্ব-লাভ করে এবং দেহান্তে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়। **কুমুদবন**—(৩৩৬) হে দেবি! কুমুদ নামে তৃতীয় বন পরম উৎকৃষ্ট।

কাম্যবনস্যাদিবারাহে—

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩৩৭ ॥
বিমলস্য চ কুণ্ডে তু সর্বং পাপং বিমোক্ষ্যতে।
য স্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৩৮ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো হরিঃ।
স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফল-প্রদম্ ॥ ৩৩৯ ॥
তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকা-রমণং সরঃ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৪০ ॥

বহুলাবনস্যাদিবারাহে—

পঞ্চমং বাহুলবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি! অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥ ৩৪১ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্! বহুপুণ্যফলানি চ ॥ ৩৪২ ॥

সেই স্থানে গমন করিলে মানুষ আমার লোকে পূজিত হয়। **কাম্যবন**—(৩৬৭) বন সমূহের মধ্যে অত্যুত্তম কাম্যবনই চতুর্থ। সেই বনে গমন করিলে লোক কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। (৩৩৮) তত্রত্য বিমলা-কুণ্ডে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তথায় মৃত্যু হইলে আমার ধামে গমন করে। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৩৩৯) হে রাজন্! তাহার পরে কাম্যবন—এস্থানে বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেন। স্নান করামাত্রই এই বন সকলের অভীষ্ট ফল প্রদান করে। (৩৪০) তথায় কামসরোবর নামে গোপীদের মনোরম সরোবর আছে এবং সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবর আছে। **বহুলাবন**—(৩৪১) সর্বোত্তম বহুলাবনই পঞ্চম। এস্থানে গমন করিলে লোক (দেহান্তে) অগ্নিলোকবাসী হইয়া থাকে। (৩৪২) এই বনে বিষ্ণুপত্নী বহুলা সর্ব্বদা অবস্থান করেন। তত্রত্য পদ্মবনে বহুপুণ্যফলও ঘটিয়া থাকে। (৩৪৩)

তত্রৈব রমতে বিষ্ণু র্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥ ৩৪৩ ॥
য স্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম!
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা সহ বিশাম্পতে !! ৩৪৪ ॥

ভদ্রবনস্যাদিবারাহে—

তস্মিন্ ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা তু বসুধে! মদ্‌ভক্তো মৎপরায়ণঃ ॥
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাগলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৪৫ ॥

খদিরবনস্যাদিবারাহে—

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খাদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৪৬ ॥

মহাবনস্যাদিবারাহে—

মহাবনঞ্চাষ্টমন্তু সদৈব হি মম প্রিয়ম্!
তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৪৭ ॥
যমলার্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।
পর্য্যস্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ড-কুটী-ঘটম্ ॥ ৩৪৮ ॥

সেই বনে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত সদাই বিহার করেন। সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও মানসরোবর ঐ স্থানেই বিদ্যমান। (৩৪৪) হে মহারাজ! যে চৈত্রমাসে সেই স্থানে স্নান করে, সে লক্ষ্মীর সহিত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া থাকে। **ভদ্রবন**—(৩৪৫) ঐ মথুরামণ্ডলে ভদ্রবন ষষ্ঠ। এই উত্তম বনে গমন করিলে আমার ভক্ত ও শরণাগত ব্যক্তি ঐ বন-প্রভাবে নাগলোকে গমন করে। **খদিরবন**—(৩৪৬) জগৎপ্রসিদ্ধ খদির বনই এই পৃথিবীতে সপ্তম বন। হে ভদ্রে! এই বনে গমন করিলে লোকের বিষ্ণুলোকে গমন হয়। **মহাবন**—(৩৪৭) অষ্টম মহাবন সদাই আমার প্রিয়। মানব সেই বনে গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হয়। (৩৪৮) সেই স্থলে যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন তীর্থ ও কুণ্ড আছে। এই স্থানে শকট বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, যাহাতে ভাণ্ড, গৃহ ও ঘট প্রভৃতি ভগ্ন হইয়াছিল। (৩৪৯)

তত্র স্নানোপবাসেন অনন্তং ফলমাপ্নুয়াৎ।
তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৩৪৯ ॥
সপ্তসামুদ্রিকং নাম কুণ্ডন্তু বিমলোদকম্।
দেবস্যাগ্রে তু বসুধে! গোপীশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৫০ ॥
পিতরশ্চাভিনন্দন্তি পানীয়ং পিণ্ডমেব চ।
সোমবারে ত্বমাবস্যাং পিণ্ডদানং করোতি যঃ।
গয়াপিণ্ড-প্রদানঞ্চ কৃতং নাস্ত্যত্র সংশয় ॥ ৩৫১ ॥

লোহজঙ্ঘবনস্যাদিবারাহে—

লোহ-জঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমং তু বনং দেবি! সর্ব্বপাতক-নাশনম্ ॥ ৩৫২ ॥

বিল্ববনস্য—

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫৩ ॥

ভাণ্ডীরবনস্য—

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥ ৩৫৪ ॥

সেই স্থানে স্নান এবং উপবাস করিলে লোক অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই স্থানে মহাপাতক-নাশন গোপীশ্বর শিব আছেন। (৩৫০) সেই মহাত্মা গোপীশ্বরের অগ্রদেশে সপ্তসামুদ্রিক নামে এক বিমল জল-বিশিষ্ট কুণ্ড আছে। (৩৫১) সেখানে পিতৃলোকগণ জল ও পিণ্ড-প্রাপ্তির সমাদর করেন। যে সোমবারে অমাবস্যায় তথায় পিণ্ডদান করে, তাহার গয়ায় পিণ্ডদানের ফল হয়—ইহাতে আর দ্বিধা নাই। **লোহজঙ্ঘবন**—(৩৫২) লোহজঙ্ঘাসুর কর্ত্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্ঘ নামক নবম বন। ইহা মনোরম ও সর্ব্বপাতকনাশক। **বিল্ববন**—(৩৫৩) বিল্ববন নামক দশম বন দেবগণেরও পূজ্য। মনুষ্য ঐ স্থানে গমন করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। **ভাণ্ডীরবন**—(৩৫৪) ভাণ্ডীর নামক একাদশ বনটি যোগিগণের প্রিয়। ঐ বন দর্শন করিলে আর গর্ভবাস

ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৩৫৫॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাত্বা সংযতো নিয়তাসনঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ৩৫৬॥

শ্রীবৃন্দাবনস্যাদিবারাহে—

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে! সর্ব্বপাতক-নাশনম্॥ ৩৫৭॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেবদানব-দুর্ল্লভম্॥ ৩৫৮॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ রুদ্রব্রহ্মাদি-সেবিতম্॥ ৩৫৯॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দ-সমন্বিতম্॥ ৩৬০॥

করিতে হয় না। (৩৫৫) সর্ব্ববন-শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডীর বন প্রাপ্ত হইয়া বাসুদেবকে দর্শন করিলে আর কাহারও পুনর্জন্ম হয় না। (৩৫৬) যে সংযতচিত্তে নিয়তাহার করিয়া এইস্থানে স্নান করে, সেই লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে।

শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(৩৫৭) হে বসুধে! বৃন্দাবন দ্বাদশ—ইহা বৃন্দা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, উহা আমারও অতিপ্রিয় এবং সর্ব্বপাতকনাশন। (৩৫৮) আমি সেই বনে গোপী ও গোপবালকগণসহ ক্রীড়া করিব। এই বন অতি রমণীয়, বিখ্যাত এবং দেবদানবের দুর্ল্লভ। স্কান্দে মথুরা-খণ্ডে—(৩৫৯) তাহার পর বৃন্দাদেবী সমাশ্রিত বৃন্দাবন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান এবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ এই বনের সেবা করে। (৩৬০) বৃন্দাবন অতি নিবিড়, বিশাল ও বিস্তৃত; মুনিগণের আশ্রমে

যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা ভক্তিপরা নরাঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ৩৬১ ॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামৈর্বালকাবৃতঃ ॥ ৩৬২ ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
যত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেব-কৃতানি চ ॥ ৩৬৩ ॥

পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—পরমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতক-নাশনম্।
সমস্ত-দুঃখসংহন্তৃ জীবমাত্র-বিমুক্তিদম্ ॥ ৩৬৪ ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে (১১।১২)—
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ৩৬৫ ॥

(২১।১০) বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুত-পদাম্বুজ-লব্ধলক্ষ্মীঃ।
গোবিন্দবেণুমনু-মত্তময়ূর-নৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্ত-সত্ত্বম্ ॥ ৩৬৬ ॥

পূর্ণ ও বন্যজন্তুগণ ইহাতে সর্বদাই বিহার করে। (৩৬১) লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর প্রিয়তমা, ভক্তিপরায়ণ মানবগণ যেরূপ তাঁহার প্রিয়, তদ্রূপ পৃথিবীর মধ্যে বৃন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম। (৩৬২) শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বৎসতরী সমূহের সহিত এবং বলরামসহ গোপালগণে পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। (৩৬৩) যে স্থানে বিষ্ণুদেব-কৃত বিবিধ তীর্থ আছে, এবং যে স্থানে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিরাজমান,—অহো! সেই বৃন্দাবন অতীব রমণীয়। পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—(৩৬৪) পরম আনন্দকন্দ বৃন্দাবন মহাপাতকনাশন, সমস্ত দুঃখহারক এবং জীবমাত্রেরই মুক্তিদায়ক। শ্রীদশমে—(৩৬৫) বৃন্দাবন নামক বনটী পশুদিগের হিতকর, নবীন কানন-বিশিষ্ট, গো, গোপ ও গোপীগণের সেব্য এবং পবিত্র গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের তৃণলতা-সুশোভিত। (৩৬৬) হে সখি! দেখ, এই বৃন্দাবন কেমন পৃথিবীর যশোবিস্তার করিতেছে! উহা

এতেন বৃন্দাবনস্য লোক-প্রসিদ্ধ্যা ষোড়শক্রোশী-বিস্তারত্বং যুক্তমেব। * শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্যে বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রেত্বিদং দৃশ্যতে—

তত্র নারদপ্রশ্নো যথা—

কিমিদং দ্বাদশাভিখ্যং বৃন্দারণ্যং বিশাংপতে!
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি তে বদ ॥ ৩৬৭ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরং—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ-কীটনরাঽমরাঃ।
যে চ সন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্॥ ৩৬৮ ॥
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥ ৩৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদানে অপূর্ব্ব সুষমা ধারণ করিয়াছে—ইহাতে বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণ মত্ত হইয়া কেমন নৃত্য করিতেছে! গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সানুদেশে অন্য সমস্ত জন্তুই কেমন স্থির হইয়া বিচরণ করিতেছে !!

[এতদ্দ্বারা লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে বৃন্দাবনের ষোল ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপকতা প্রমাণীকৃত হইল। শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবন নামক বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়।] নারদ-প্রশ্ন—(৩৬৭) হে ভগবন্! যদি আমি শুনিতে অধিকারী হই, তবে দ্বাদশ-সংখ্য এই বৃন্দাবন কি বস্তু তাহা আমাকে বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণের উত্তর—(৩৬৮) হে নারদ! এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম। অত্রত্য পশু-পক্ষ কীট বৃক্ষ মানব বা দেবতা প্রভৃতি সকলে আমারই অধিষ্ঠানে বাস করে—তাহারা সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়া আমার আলয়ে গমন করে। (৩৬৯) এই বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যা বাস করে, তাহারা

---

* শ্রীদশমে শ্রীশুকেনাপ্যুক্তং—

স চ বৃন্দাবনগুণৈ র্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্রামেণ সহ কেশবঃ॥

পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥ ৩৭০॥
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥ ৩৭১॥

অথ শ্রীগোবিন্দস্যাদিবারাহে—
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে!
ন তে যমপুরীং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥ ৩৭২॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—শ্রীনারদোক্তৌ—
তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্।
তৎসেবক-সমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া॥ ৩৭৩॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ!
যত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দ-মানসাঃ॥ ৩৭৪॥

আমার সহিত নিত্যই মিলিত হইয়া আমার সেবা করিয়া থাকে। (৩৭০) ইহা পঞ্চ যোজনাত্মক অর্থাৎ বিশ ক্রোশ বিস্তীর্ণ এবং আমার দেহস্বরূপ। এই যমুনা নদী সুষুম্না নাড়ীবৎ পরমামৃতবাহিনী। এইস্থানে দেবগণ জীববৎ সূক্ষ্মদেহে বসতি করেন। (৩৭১) আমি সর্ব্বদেবময়, কখনও এই বন পরিত্যাগ করি না। এই স্থানে প্রতিযুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এই তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্ম্মচক্ষুর অগোচর।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের মাহাত্ম্য।

আদিবারাহে—(৩৭২) যে বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবকে দর্শন করে, সে কখনও যমপুরে গমন করে না এবং পুণ্যবান্‌গণের গতিই লাভ করিবে। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৩৭৩) সেই বৃন্দাবনে গোবিন্দের পুণ্যময় নিকেতন বিরাজিত। উহা তাঁহার সেবকগণ কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ, আমি তথায়ই অবস্থান করি। (৩৭৪) হে রাজন্! ভূতলে এই বৃন্দাবনই গোবিন্দ-বৈকুণ্ঠ। এইস্থানে

বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈ দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল! তে কৃতার্থা মহীতলে ॥ ৩৭৫ ॥

অথ **শ্রীগোবিন্দতীর্থস্য** সৌরপুরাণে—

গোবিন্দস্বামিতীর্থাখ্যমস্তি তীর্থং মহোত্তমম্।
বসুদেবতনূজস্য বিষ্ণো রত্যন্তবল্লভম্ ॥ ৩৭৬ ॥
গোবিন্দস্বামি-নামাত্র বসত্যর্চ্চাত্মকোঽচ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্চ্য মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অথ **শ্রীব্রহ্মকুণ্ডস্যাদি**বারাহে—

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্মলতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ ॥ ৩৭৮ ॥
গন্ধর্ব্বৈরপস্রোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে।
তথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৭৯ ॥

গোবিন্দগতচিত্ত বৃন্দাদি সেবকগণ বিরাজমান আছেন। (৩৭৬) হে মহারাজ! যাহারা বৃন্দাবনে গোবিন্দের সেই মহালয় এবং পুরুষোত্তম গোবিন্দকে দর্শন করিয়াছে, তাহারাই পৃথিবীতে কৃতার্থ হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দতীর্থমাহাত্ম্য।

সৌরপুরাণে—(৩৭৬) গোবিন্দস্বামী নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের সেই তীর্থটি অতিপ্রিয়। (৩৭৭) এইস্থানে গোবিন্দস্বামী নামক এক অর্চ্চামূর্ত্তি আছেন, সেই স্থানে স্নান করতঃ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া সাধুগণ মুক্তিবাঞ্ছা করেন [অর্থাৎ স্বরূপ উদ্বোধনের ইচ্ছা করেন]।

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড-মাহাত্ম্য।

(৩৭৮) যে একরাত্রি উপবাস করিয়া বিবিধ লতাগুল্ম-বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে, (৩৭৯) সেই জন গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের সহিত বিহার-পরায়ণ হইয়া আনন্দ লাভ করে এবং এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আমার লোকে

বারাহে—তত্র কুণ্ডং মহাভাগে! বহুগুল্মলতাবৃতম্ ॥
পুণ্যমেব মহাতীর্থং সুরম্য-সলিলাবৃতম্। ৩৮০ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত চতুঃ কালোষিতো নরঃ।
মোদতে বিমলে দিব্যে গন্ধর্বাণাং কুলে সুখং ॥ ৩৮১ ॥
তত্রাপি মুঞ্চতে প্রাণান্ সততং কৃতনিশ্চয়ঃ।
গন্ধর্ব্বকুলমুৎসৃজ্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৮২ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে!
লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কার্য্য-পরায়ণাঃ ॥ ৩৮৩ ॥
তস্য তত্রোত্তরপার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী ॥ ৩৮৪ ॥
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তাসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদভিজানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্ ॥ ৩৮৫ ॥

অথ **কেশিতীর্থস্যাদি**বারাহে—
গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।

গমন করে। (৩৮০) এই বৃন্দাবনে বহুলতাগুল্মবেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ড আছে, তাহা মহাতীর্থ, পুণ্যজনক, অতিরমণীয় জলব্যাপ্ত। (৩৮১) যে উপবাস করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকালে চারিবার স্নান করে, সেইজন দিব্য বিমল গন্ধর্ব্বকুলে সুখভোগ করিয়া থাকে। (৩৮২) যে কৃতনিশ্চয় হইয়া এইস্থানেই প্রাণত্যাগ করে, সেইব্যক্তি গন্ধর্বকুল পরিত্যাগ করিয়া শেষে বিষ্ণুলোকে গমন করে। (৩৮৩) হে পৃথ্বি! সেইস্থানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি, শ্রবণ কর; মৎকার্য্য-তৎপর মানবগণ ঐস্থানে সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে। (৩৮৪) যেস্থানে সেই কুণ্ডের উত্তর দিকে একটি শ্বেতবর্ণ অশোকবৃক্ষ আছে, বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে (৩৮৫) মধ্যাহ্নকালে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়, তাহা আমার ভক্তগণের সুখদায়ক। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্যতীত এই ব্যাপার কেহই জানিতে পারে না।

কেশিতীর্থ-মাহাত্ম্য।

(৩৮৬) যেখানে কেশীনামক দৈত্য নিহত হইয়াছিল, সেইস্থান গঙ্গা

তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশিতীর্থে বসুন্ধরে!
তস্মিন্ পিণ্ড-প্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥ ৩৮৬ ॥

অথ **কালিয়হ্রদস্য** তত্রৈব—

কালিয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে!
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৮৬ ॥

বারাহে—কালিয়স্য হ্রদং পুণ্যমস্তি গুহ্যং পরং মম।
যত্রাহং ক্রীড়য়ে নিত্যং বিমলে যমুনাম্ভসি ॥ ৩৮৮ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
তক্ষকস্য গৃহং গত্বা মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩৮৯ ॥
অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয়হ্রদ-পূর্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ ॥ ৩৯০ ॥
শতশাখো বিশালাক্ষি পুষ্পং সুরভিগন্ধি চ।
স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভ-শীতলঃ।
পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি ভাস্বরংস্তু দিশো দশ ॥ ৩৯১ ॥

হইতেও শতগুণফলপ্রদ। ঐস্থানে পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের ফললাভ হয়।

কালিয়হ্রদ-মাহাত্ম্য।

(৩৮৭) হে বসুধে! যে কালিয়হ্রদে গমনপূর্ব্বক জলক্রীড়া ও স্নান করে, তৎক্ষণাৎ সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। (৩৮৮) আমার অতি গোপনীয় 'কালিয়' নামে এক পবিত্র হ্রদ আছে, সেখানে আমি নিত্যই বিমল যমুনাজলে ক্রীড়া করি। (৩৮৯) দিবারাত্র উপবাস করিয়া মানব তথায় স্নান করিবে, তাহাতে তক্ষক-গৃহে গমন করতঃ শেষে আমার লোকে পূজিত হয়। (৩৯০) এইস্থানেও পণ্ডিতগণ এক মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন; কালিয়হ্রদের পূর্ব্বদিকে এক মহান্ কদম্ববৃক্ষ আছে। (৩৯১) ইহার বহু বহু শাখা এবং ইহার পুষ্প মহাসুগন্ধি। ঐ বৃক্ষরাজ বারমাসই মনোহর, সুশীতল এবং দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া পুষ্পিত হইয়া থাকে।

সৌরপুরাণে—ততঃ কালিয়তীর্থাখ্যং তীর্থমংহো-বিনাশনম্ !
অনৃত্যদ্ যত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়-মস্তকে ॥ ৩৯২ ॥
তত্র যস্তু কৃতস্নানো বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ।
অগণ্য-জন্মদুষ্প্রাপং কৃষ্ণসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৩৯৩ ॥ *

অথ দ্বাদশ্যাদিত্যসংজ্ঞস্যাদিবারাহে—
সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্ট্বাদিত্যং বসুন্ধরে !
আদিত্যভবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥ ৩৯৪ ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তাবস্মিং স্তীর্থে বসুন্ধরে !
মনসাভীপ্সিতং কামং সংপ্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯৫ ॥

সৌরপুরাণে—দ্বাদশাদিত্য-তীর্থাখ্যং তীর্থং তদনু পাবকম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামংঘো বিনশ্যতি ॥ ৩৯৬ ॥

সৌরপুরাণে—(৩৯২) অনন্তর কালিয়তীর্থ নামে এক পাপ-নাশন তীর্থ আছে ; ঐ স্থানে ভগবান্ বালগোপাল কালিয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। (৩৯৩) ঐ হ্রদে স্নান করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, সেই জন অগণ্য-জন্ম-দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

দ্বাদশাদিত্যতীর্থ-মাহাত্ম্য।

(৩৯৪) যে আদিত্যতীর্থে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবকে দর্শন করে, সেই লোক সূর্য্যলোকে গমন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইয়া আনন্দ পায়। (৩৯৫) যে রবিবারে সংক্রান্তিতে এই সূর্য্যতীর্থে স্নান করে, সেই ব্যক্তি মনোঽভীষ্ট লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। সৌরপুরাণে (৩৯৬) তৎপরে দ্বাদশাদিত্য তীর্থ নামে যে তীর্থ আছে, তাহা পরম পবিত্র। ঐ তীর্থ দর্শন করিলেই সকলের পাপরাশি নষ্ট হয়।

---

* অথ প্রস্কন্দনস্য—তত্রৈব—পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অথোক্তক্রমং **যাত্রায়াঃ কর্ত্তব্যোপদেশঃ**—আদিবারাহে—

প্রথমং মধুবনং প্রোক্তং দ্বাদশং বৃন্দিকাবনম্।
এতানি যে প্রপশ্যন্তি ন তে নরকভোজিনঃ ॥ ৩৯৭ ॥
যথাক্রমেণ যে যাত্রাং বনানাং দ্বাদশস্য তু।
করিষ্যন্তি বরারোহে যান্তি তে ব্রাহ্মমালয়ম্ ॥ ৩৯৮ ॥

অথ **শ্রীগোবর্দ্ধনস্য** তত্রৈব—

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্ল্লভম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্ ॥ ৩৯৯ ॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য তস্য কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তি র্দেবি! সর্বং ব্রবীমি তে ॥ ৪০০ ॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিম্।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং মনঃ পরিতপ্যসে ॥ ৪০১ ॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ॥ ৪০২ ॥

বনযাত্রার উপদেশ।

(৩৯৭) প্রথমতঃ মধুবন হইতে দ্বাদশ বৃন্দাবন পর্য্যন্ত বনসমূহ দর্শন করে, তাহাদের আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। (৩৯৮) যে সকল মনুষ্য যথাক্রমে দ্বাদশবনযাত্রা করিবে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।

শ্রীগোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য।

(৩৯৯) মথুরার পশ্চিমে অদূরে দুইযোজন অন্তরে 'গোবর্দ্ধন' নামে এক পরম দুর্ল্লভ পুণ্যক্ষেত্র আছে। (৪০০) তাহার পর 'অন্নকূট' নামক স্থান পাইবে, সেইস্থান প্রদক্ষিণ করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না। হে দেবি! তোমাকে আমি সব কথাই বলিতেছি। (৪০১) 'মানসগঙ্গায়' স্নান করিয়া গোবর্দ্ধনে হরিদেবকে দর্শন এবং অন্নকূট প্রদক্ষিণ করিয়াও হে মন! তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন? (৪০২) ইন্দ্র যখন গোসমূহের পীড়াকর জলরাশি বর্ষণ করিতেছিল, আমি তখন সেই গোগণের রক্ষার

অন্নকূট ইতি খ্যাতঃ সর্বতঃ শক্রপূজিতঃ।
সোমবারে ত্বমাবস্যাং প্রাপ্য গোবর্দ্ধনং নরঃ।
দত্ত্বা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যশ্চ রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৪০৩ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টি-নিবারণাৎ ॥ ৪০৪ ॥

অহো গোবর্দ্ধনো বিষ্ণু র্যত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
যত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মী র্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪০৫ ॥

বারাহে—অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মম।
অদূরাদষ্টক্রোশাত্তু মথুরায়াশ্চ পশ্চিমে ॥ ৪০৬ ॥

তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং যৎ পশ্যন্তি সুচেতসঃ।
তস্মিন্ সংবর্ত্ততে ভূমি সর্বভাগবত-প্রিয়ম্ ॥ ৪০৭ ॥

চতুর্বিংশতি-দ্বাদশ্যাং তস্মিন্ শিখরপর্বতে।
স্থূলান্ পশ্যন্তি দীপান্ বৈ দ্যোতয়ন্তো দিশো দশ ॥৪০৮॥

জন্য গিরিরাজকে ধারণ করিয়াছিলাম। (৪০৩) অন্নকূট নামে বিখ্যাত স্থান ইন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত, সোমবারে অমাবস্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গিয়া যে পিতৃগণকে পিণ্ডদান করে, সেইজন রাজসূয় যজ্ঞের ফল-লাভ করিয়া থাকে। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—(৪০৪) গোবর্দ্ধনরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণ করিয়া গোপগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, অহো! গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধন্য! যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এবং ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীও যেস্থলে বাস করেন—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। (৪০৬) মথুরার পশ্চিমে অদূরে আট ক্রোশ ব্যবধানে গোবর্দ্ধন নামক আমার অতি গোপনীয় এক মহাতীর্থ আছে। (৪০৭) মহামান্য ব্যক্তিগণ সেস্থলেও এক মহাশ্চর্য্য দর্শন করেন। সেইস্থলে সর্ব্বভাগবতেরই প্রিয়বস্তু বর্ত্তমান আছে। (৪০৮) বৎসরের চব্বিশ দ্বাদশীতে ভক্তগণ সেই পর্ব্বত-শিখরে বৃহৎ আলোকবিশিষ্ট প্রদীপ দর্শন করেন, তাহাতে দশদিক্ আলোকিত হইয়াছে। (৪০৯) আবার

যশ্চ তান্ পশ্যতে দীপান্ মম কর্মপরায়ণঃ।
লভতে পরমাং সিদ্ধিমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০৯ ॥

ভাদ্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তিন্যামেকাদশ্যাং **গোবর্দ্ধন-যাত্রা**—আদিবারাহে—

মাসি ভাদ্রপদে যা তু শুক্লা চৈকাদশী শুভা।
গোবর্দ্ধনে সোপবাসঃ কুর্য্যাত্তস্য প্রদক্ষিণম্॥ ৪১০ ॥
গোবর্দ্ধনং পরিক্রামন্ দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥ ৪১১ ॥

শ্রীদশমে— হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৪১২ ॥

তত্রস্থ-**ব্রহ্মকুণ্ডস্য** মথুরাখণ্ডে—

তত্র স্নাত্বা ব্রহ্মকুণ্ডে ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদি-লোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি হি ॥ ৪১৩ ॥

আমার কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই দীপাবলি দর্শন করিলে পরম সিদ্ধিলাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভাদ্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে গোবর্দ্ধন-যাত্রা।

(৪১০) ভাদ্রমাসে যে শুভদায়িনী শুক্লা একাদশী আছে,তাহাতে উপবাস করিয়া সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবে। (৪১১) গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, ও তত্রত্য হরিদেবের দর্শন করিলে লোক নিশ্চয়ই রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ইহাতে আর সংশয় নাই। শ্রীদশমে—(৪১২) অহো! এই গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাস-শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া জল, তৃণ, গুহা, কন্দ ও মূলাদি দ্বারা গোগণের সহিত ঐ রামকৃষ্ণের সম্মান বিধান করেন।

তত্রত্য ব্রহ্মকুণ্ড-মাহাত্ম্য।

(৪১৩) সেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবর উৎপন্ন হইয়াছিল। আদিবারাহে—

আদিবারাহে—হ্রদং তত্র মহাভাগে! দ্রুমগুল্মলতাবৃতম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ॥ ৪১৪॥
ঐন্দ্রং পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কৌবেরঞ্চোত্তরেণ তু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া॥ ৪১৫॥

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডস্য মথুরাখণ্ডে—
যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্॥ ৪১৬॥
আদিবারাহে—অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্ম্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ॥ ৪১৭॥

শ্রীরাধাকুণ্ডাদিকস্যাদিবারাহে—
অরিষ্টরাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৪১৮॥

---

(৪১৪) সেই স্থানে তরুলতা ও গুল্মদ্বারা পরিবেষ্টিত একটি হ্রদ আছে; আরও চারিটী পবিত্র ও মঙ্গলময় তীর্থ বিরাজ করিতেছে। (৪১৫) সেই ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বে ইন্দ্রকুণ্ড, দক্ষিণে যমকুণ্ড, পশ্চিমে বরুণকুণ্ড এবং উত্তর-দিকে কুবের কুণ্ড; তন্মধ্যে থাকিয়া আমি যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করিব।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের মাহাত্ম্য।

(৪১৬) যেস্থানে যদুকুলের শত্রু ইন্দ্র-কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই যাহার নাম গোবিন্দকুণ্ড হইয়াছে, সেইস্থানে স্নান করিলেই মুক্তিলাভ হয়। (৪১৭) অন্নকূটের নিকটে ইন্দ্রদেব-নির্ম্মিত যে গোবিন্দকুণ্ড আছে, সে স্থানে স্নান ও তর্পণ করিলে একশত যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ডাদির মাহাত্ম্য।

(৪১৮) অরিষ্টকুণ্ড (শ্যামকুণ্ড) ও রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আর বিচার্য্য কিছুই

মথুরাখণ্ডে—দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির!
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভৃত্যৈ বিষ্ণু-পরায়ণৈঃ ॥ ৪১৯ ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
গোবর্দ্ধনে গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪২০ ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্ বিপ্রা স্তৎস্থিতস্য প্রতোষণম্।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ॥ ৪২১ ॥
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪২২ ॥
নত্বা স্তুত্বা চ সংপূজ্যো দেবদেবজনার্দ্দনঃ।
প্রবোধিন্যাং যথা প্রীত স্তথা প্রীত স্ততো ভবেৎ ॥ ৪২৩ ॥
অথাক্রূরতীর্থস্য সৌরপুরাণে—
অনন্তবসতি-শ্রেষ্ঠং সর্বপাপবিনাশনম্।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ ॥ ৪২৪ ॥

নাই। (৪১৯) হে যুধিষ্ঠির! কার্ত্তিকমাসে দীপোৎসবের দিন বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে নিখিলব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। পদ্মপুরাণে—(৪২০) রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় রাধাকুণ্ড নামে এক তীর্থ আছেন। কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে সেই রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে মানব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইয়া থাকে। (৪২১) হে ব্রাহ্মণগণ! সেই কুণ্ডে অবস্থিত জীব-নিচয়ের সন্তোষ করিলে মানুষ ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে; সকল গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই যেমন শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া, তদ্রূপ শ্রীকুণ্ডও তাঁহার অতি প্রিয়। (৪২২) সেই কুণ্ডে কার্ত্তিক মাসে অষ্টমীতে স্নান করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারে। (৪২৩) উত্থান একাদশীতে নমস্কার, স্তব-পাঠ এবং পূজা করিলে যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ডে নমস্কার, স্তুতি-পাঠ ও পূজা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি পান।

অক্রূর তীর্থের মাহাত্ম্য।

সৌরপুরাণে—(৪২৪) শ্রীকৃষ্ণের অনন্তবসতির মধ্যে অক্রূরতীর্থই শ্রেষ্ঠ,

পূর্ণিমায়ান্তু যঃ স্নায়াত্তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ ॥ ৪২৫ ॥

আদিবারাহে—তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্বতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ৪২৬ ॥

অক্রূরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪২৭ ॥

অথ **ভাণ্ডাগারস্য** বারাহে—

ভাণ্ডাগারমিতি খ্যাতং গুহ্যমতি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমি! সিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪২৮ ॥

তত্র কুণ্ডং মহাভাগে! ক্রমগুল্মলতাবৃতম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ ॥ ৪২৯ ॥

লোকং বৈদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতনিশ্চয়ঃ।
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমি! গুহ্যং পরং মম ॥ ৪৩০ ॥

ইনি সর্ব্বপাপনাশক, এবং শ্রীহরির অতিশয় প্রিয়তর। (৪২৫) যে এই তীর্থবর অক্রূরে পূর্ণিমায় বিশেষতঃ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় স্নান করে, সেই লোক সংসার-মুক্ত হয়। আদিবারাহে—(৪২৬) তীর্থরাজ অক্রূর গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ইহাতে স্নান করিলে সর্বতীর্থে স্নানের ফল পাওয়া যায়। (৪২৭) সূর্য্যগ্রহণকালে এই তীর্থে যে স্নান করে, নিশ্চয়ই তাহার অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

ভাণ্ডাগার তীর্থের মাহাত্ম্য।

(৪২৮) হে পৃথিবি! তৎপর ভাণ্ডাগার নামে বিখ্যাত আমার এক তীর্থ আছে। মানবগণ তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। (৪২৯) সেইস্থানে তরুলতাগুল্ম-বেষ্টিত একটি কুণ্ড আছে; দিবা-রাত্র উপবাস করিয়া সেইকুণ্ডে স্নান করিবে। (৪৩০) তাহাতে সেই ব্যক্তি বিদ্যাধর লোকে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করে। সেইস্থানে আমার এক

চতুর্বিংশতি-দ্বাদশ্যাং মম ভক্তি-ব্যবস্থিতাঃ।
অর্দ্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণসুখাবহম্॥ ৪৩১॥

অথ **নন্দীশ্বরস্য**—শ্রীদশমে—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গো
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৪৩২॥

তথা চ পঠন্তি—পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৩৩॥

শকটারোহণস্যাদিবারাহে—

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে॥ ৪৩৪॥
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।

গোপনীয় আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা বলিতেছি। (৪৩১) আমাতে ভক্তিপরায়ণ জনগণ চব্বিশ দ্বাদশীতে নিশীথকালে কর্ণসুখকর গীত শ্রবণ করিয়া থাকে।

নন্দীশ্বরের মাহাত্ম্য।

শ্রীদশমে—(৪৩২) অহো! ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত পুণ্যাত্মা। যেহেতু নরচিহ্নধারী, বিচিত্র বনমাল্যে বিভূষিত এবং কমলা কর্ত্তৃক লালিত-চরণ সেই অজ্ঞেয় পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত বেণু বাজাইয়া গোচারণ করিতে করিতে লীলা বিনোদাদি-সম্পাদনে এই নন্দীশ্বরে বিচরণ করিয়া থাকেন। অন্য শাস্ত্রে—(৪৩৩) নন্দীশ্বরস্থ পাবন সরোবরে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

শকটারোহণের মাহাত্ম্য।

(৪৩৪) মথুরা হইতে দুইক্রোশ পশ্চিমে শকটারোহণ নামে একটী তীর্থ আছে। (৪৩৫) সেইস্থানে বহু সহস্র ভ্রমর বাস করে; তথায় একরাত্রি

তত্রাভিষেকং কুর্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ॥
স তু বৈদ্যাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখম্॥ ৪৩৫॥
তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পথি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বপুষ্পবরং কুন্দং মাঘমাসে তু দ্বাদশী॥ ৪৩৬॥

অথ গ্রহণ-স্নানাদ্যর্থং কেষুচিত্তীর্থেষু কুরুক্ষেত্রত্বাতিদেশঃ।

আদিবারাহে—গোবর্দ্ধনং তথাক্রূরং দ্বে কোটী দক্ষিণোত্তরে।
প্রস্কন্দনঞ্চ ভাণ্ডীরং কুরুক্ষেত্র-সমানি ষট্॥ ৪৩৭॥

অথ **যথার্থকথনং** তত্রৈব—

অসিকুণ্ডঞ্চ বৈকুণ্ঠং কোটিতীর্থোত্তমং তদা।
অবিমুক্তং সোমতীর্থং সংযমনং তিন্দুকস্তথা।
চক্রতীর্থং তথাক্রূরং দ্বাদশাদিত্য-সংজ্ঞকম্।
এতে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ মহাপাতকনাশনাঃ॥ ৪৩৮॥
কুরুক্ষেত্রাচ্ছতগুণা মথুরায়াং ন সংশয়ঃ॥ ৪৩৯॥

উপবাস করিয়া যেজন স্নান করে, সে বিদ্যাধর-ভবনে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতে পারে। (৪৩৬) পথিকগণ তাহাতেও এক মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন যে মাঘমাসের দ্বাদশীতে সর্ব্বপুষ্প-শ্রেষ্ঠ কুন্দ পুষ্প দর্শন করেন। [স্নানাদি কার্য্যের জন্য এই তীর্থসকলেও কুরুক্ষেত্র তীর্থের আরোপ করা হয়] আদিবারাহে—(৪৩৭) গোবর্দ্ধন, অক্রূর, দক্ষিণে ও উত্তরে দুইটি কোটি তীর্থ, প্রস্কন্দন এবং ভাণ্ডীর এই ছয়টি কুরুক্ষেত্রের সমান।

আদিবরাহ পুরাণে যথার্থফলকথন।

(৪৩৮) অসিকুণ্ড, বৈকুণ্ঠ, কোটিতীর্থ, অবিমুক্ত, সোমতীর্থ, সংযমন, তিন্দুক, চক্র, অক্রূর এবং দ্বাদশাদিত্য তীর্থ—পুণ্যজনক, পবিত্র ও মহাপাতকনাশক। (৪৩৯) মথুরায় এইসকল তীর্থ যে কুরুক্ষেত্র হইতে শতগুণ পুণ্যপ্রদ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিম্‌ ॥ ৪৪০ ॥
তে কুলানি তারয়ন্তি দ্বে শতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
মাহাত্ম্য-শ্রবণাদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪১ ॥

মথুরা-মহাতীর্থানি—

বিশ্রান্তি রসিকুণ্ডঞ্চ বৈকুণ্ঠো ধ্রুব এব চ।
কৃষ্ণগঙ্গা চক্রতীর্থং সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমঃ ॥ ৪৪২ ॥
চতুঃসামদ্রিকঃ কূপো গোকর্ণাখ্যশিব স্তথা।
গোবর্দ্ধনো নন্দগৃহং বৎসক্রীড়নকস্তথা।
বনানি দ্বাদশ তথা মহাতীর্থানি মাথুরে ॥

অথ **মাথুরে দেববরাঃ—**

নারায়ণান্যপর্য্যায়ঃ কেশবো মধ্যসংস্থিতঃ।
স্বয়ম্ভূঃ পদ্মনাভশ্চ দীর্ঘবিষ্ণু র্গতশ্রমঃ।
গোবিন্দো হরিবরাহাবিতি মাথুর-দেবতাঃ ॥ ৪৪৪ ॥

পাঠফল।

(৪৪০) যে সকল মানব সংযতচিত্তে এই মথুরামাহাত্ম্য পাঠ করেন, বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। (৪৪১) তাঁহারা মথুরামাহাত্ম্য শ্রবণ করামাত্রই যে দুইপক্ষের দুইশত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মথুরার মহাতীর্থসকল।

(৪৪২-৪৪৩) বিশ্রান্তি, অসিকুণ্ড, বৈকুণ্ঠ, ধ্রুবতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সরস্বতীসঙ্গম, চতুঃসমুদ্রকূপ, গোকর্ণশিব, গোবর্দ্ধন, নন্দগৃহ, বৎসক্রীড়ন, এবং দ্বাদশবন—ইহারাই মথুরার মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মথুরার প্রধান দেবতাগণ।

(৪৪৪) নারায়ণের পর্য্যায়বাচক মধুপুরীমধ্যস্থ কেশব, এবং স্বয়ম্ভু,

মথুরায়াস্তু মাহাত্ম্যং স-বনায়া মহাদ্ভুতম্।
গোপালোত্তরতাপন্যামন্যদপ্যাস্তি কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৪৫ ॥
তীর্থান্যুক্তানি ভূরীণি পুরাণেষ্বত্র মাথুরে।
খ্যাতান্যেবাধুনা তেষাং লিখিতানীহ কানিচিৎ ॥৪৪৬॥ *

ইতি শ্রীশ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ॥

পদ্মনাভ, দীর্ঘবিষ্ণু, গতশ্রম, গোবিন্দ, হরি, বরাহমূর্ত্তি---এইসকল মথুরাস্থ প্রসিদ্ধ দেবতা।

(৪৪৫) বনের সহিত মথুরামণ্ডলের মাহাত্ম্য মহাদ্ভুত। গোপালতাপনী উপনিষদে অন্যান্য কথাও কীর্ত্তিত আছে। (৪৪৬) অন্যান্য পুরাণে এই মাথুরে বিদ্যমান বহু বহু তীর্থের কথা উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধগুলিরই কতিপয় তীর্থ মাত্র এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্রীশ্রীমথুরা-
মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পণমস্তু।

---

* অমুনা যমুনা-সখ্যা মথুরায়া মধুদ্বিষঃ।
মাহাত্ম্য-সংগ্রহেণাস্তু মুদনাপাস্ততাং ময়ি ॥